রাঁচি, বুধবার
31:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>112 >> 16 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১১২ >> << ১৬ই, মাঘ ১৪৩০>>

নেতানিয়াহুর জনসমর্থন এখন সবচেয়ে কম ঃ জরিপ

ইসরায়েল ঃ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জনসমর্থন এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। গাজায় হামলা শুরুর পর থেকে তাঁর জনসমর্থন কমছে। সর্বশেষ এক জরিপ অনুযায়ী, দেশটির ২৩ শতাংশ মানুষ তাঁকে সমর্থন করছেন। ইসরায়েলি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই জরিপের ফল বলছে, ৪১ শতাংশ ইসরায়েলি দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গ্যান্টজকে আবার ক্ষমতায় দেখতে চান। চলতি জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকের নেতাহিয়াহুর পক্ষে সমর্থন ছিল প্রায় ২৯ শতাংশ। জরিপের ফল অনুযায়ী, এখন নির্বাচন হলে নেতানিয়াহুর বিরোধী দলগগুলোর জোটে ৬৮টি আসন পাবে। এর বিপরীতে নেতানিয়াহুর দল জিতবে মাত্র ৪৭টিতে। অর্থাৎ তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত আসন পাবেন না। ধারণা করা হচ্ছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলমান সংঘাত তিনি কীভাবে পরিচালনা করছেন, তার প্রতিফলন ঘটেছে এই জরিপে।

বাজার দর
SENSEX : 71139.90 -801.67
NIFTY : 21522.10 -215.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .34 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .29 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 62,370 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 77,700 টাকা./কিলো

ইসরায়েল ৮৮ হাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিকে গাজা নগরী ছাড়তে বলেছে ঃ জাতিসংঘ

গাজা (এজেন্সী) ঃ ফিলিস্তিনের গাজা নগরীর পশ্চিমের আশপাশের এলাকা ফাঁকা করার আদেশ নতুন করে জারি করেছে ইসরায়েল। এ আদেশের আওতাভুক্ত এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় ৮৮ হাজার ফিলিস্তিনি বসবাস করে আসছিলেন। জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা (ওসিএইচএ) এ তথ্য জানিয়েছে। আদেশের আওতাভুক্ত এলাকায় আল শাতি শরণার্থীশিবির আছে। গত ৭ অক্টোবরের আগে আদেশভুক্ত এলাকাটি প্রায় তিন লাখ ফিলিস্তিনির আবাসস্থল ছিল। ওসিএইচএ গত সোমবার তার নিয়মিত হালনাগাদে এ তথ্য জানায়।

ওসিএইচএ বলেছে, ইসরায়েলের নতুন আদেশের আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ১২ দশমিক ৪৩ বর্গকিলোমিটার, যা গাজা উপত্যকার মোট এলাকার ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। ওসিএইচএ বলেছে, ইসরায়েল ১ ডিসেম্বর থেকে এলাকা ফাঁকা করার বিষয়ে সময়সীমা ঠিক করে আদেশ জারি শুরু করে। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত গাজা উপত্যকার প্রায় ৪১ শতাংশ এলাকা ইসরায়েলের এ ধরনের আদেশের আওতায় এসেছে। গাজা নগরী গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে পড়েছে। গাজা নগরীর পশ্চিমের বাসিন্দাদের দক্ষিণে পালিয়ে যেতে বলেছে ইসরায়েল। তবে সাম্প্রতিক দিনগুলোয় অনেক ফিলিস্তিনি গাজার দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান শহর খান ইউনিস ছেড়ে গেছেন। অন্যদিকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের আরেক শহর রাফাহ ইতিমধ্যে বিপজ্জনকভাবে জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এ হামলায় ১ হাজার ১৪০ জনের মতো নিহত হন। প্রায় ২৪০ জনকে তারা আটক করে গাজায় নিয়ে যায়। জবাবে ৭ অক্টোবরই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজার হামাস সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে উপত্যকাটিতে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ২৬ হাজার ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী।

ইসরায়েলের ফিরিয়ে দেওয়া পরিচয়হীন লাশগুলো দাফন করল ফিলিস্তিনিরা

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের হস্তান্তর করা নাম'পরিচয়হীন বেশ কিছু ফিলিস্তিনির লাশ গতকাল মঙ্গলবার গাজা উপত্যকায় দাফন করা হয়েছে। লাশগুলো এত দিন ইসরায়েলে ছিল।

মঙ্গলবার গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাহ শহরে পাশাপাশি অনেকগুলো কবরে প্রায় ১০০টি লাশ সমাহিত করা হয়। প্রথমে লাশগুলো কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়, এরপর বুলডোজার থেকে বালু ফেলে কবরগুলো ভরে দেওয়া হয়। এ দৃশ্য দেখতে অনেক ফিলিস্তিনি মুখে মাস্ক পরে সেখানে জড়ো হয়েছিলেন।

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, গাজায় চলমান যুদ্ধে নিহত মানুষের পাশাপাশি ইসরায়েলি বাহিনী কবর খুঁড়ে তোলা কিছু লাশও হস্তান্তর করেছে। তবে লাশ হস্তান্তর এবং কবর থেকে তোলা লাশ পাঠানোর ব্যাপারে ইসরায়েলি বাহিনী কোনো মন্তব্য করেনি। ঘটনাস্থলে জড়ো হওয়া মানুষদের অনেকে ওই লাশের মধ্যে নিজেদের স্বজনদের খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদেরই একজন ইসসা আবু সারহান। তিনি বলেন, 'আমি আমার ছেলেকে খুঁজছি। ও এখানে থাকতেও পারে, না'ও থাকতে পারে। আমি আমার ছেলেকে খান ইউনিসের আল নিমসায়ি সমাধিস্থলে কবর দিয়েছিলাম। তবে আমি শুনেছি, ইহুদিরা সেখান থেকে লাশ তুলে নিয়ে গেছে। এ জন্য এখানে লাশ আনার খবর শুনে আমি আমার ছেলেকে খুঁজতে এসেছি।'

ঘটনাস্থলে উপস্থিত আবু তাহা নামের এক চিকিৎসক বলেন, 'অজ্ঞাত এসব লাশ ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী কবর দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি না তারা কোথায় আঘাত পেয়েছে। এমনকি তাদের নামও জানি না। কবর দেওয়ার আগে লাশগুলোর ছবি তোলা হয়েছে এবং তাদের শরীরে থাকা আঘাতগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে।' আবু তাহা রয়টার্সকে আরও বলেন, 'খোদা চাইলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ডিএনএ এবং অন্য পরীক্ষা'নিরীক্ষাগুলো করা হবে। তবে এ মুহূর্তে লাশের নাম'পরিচয় শনাক্ত করতে যে পরীক্ষাগুলো করানো প্রয়োজন, তা করা খুব কঠিন।'

গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেছেন, তাঁদের কাছে ১০০টি লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনোটির সম্পূর্ণ দেহ, কোনোটির অর্ধেকাংশ, আবার কোনোটির কিছু অংশ ছিল।

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, গতকাল ভোরে ইসরায়েল'নিয়ন্ত্রিত কেরেম শালম ক্রসিংয়ে লাশগুলো হস্তান্তর করা হয়। এরপর সেগুলো রাফাহতে নেওয়া হয়। লাশগুলো নীল রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগে মোড়ানো ছিল।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অমুসলিম কূটনীতিকদের কাছে অ্যালকোহল বিক্রির অনুমোদন দেবে সৌদি আরব

রিয়াদ ঃ প্রথমবারের মতো অমুসলিম কূটনীতিকদের কাছে অ্যালকোহল বিক্রির অনুমতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সৌদি আরব সরকার। এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত দুটি সূত্র বুধবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে রক্ষণশীল দেশটি পানীয়বিষয়ক কঠোর বিধিতে সংশোধন আনছে। একটি সূত্র বলেছে, অ্যালকোহল শুধু অমুসলিমক কূটনীতিকদের কাছেই বিক্রি করা হবে। আগে তাঁদের এই পানীয় সৌদি আরবে আমদানি করতে হতো কূটনীতিক হিসেবে বিশেষ সুবিধার আওতায়। তাও আবার সেগুলো বদ্ধ প্যাকেটের মধ্যে আনতে হতো। কোনোভাবে বাইরে বের করা যেত না। এ বিষয়ে সৌদি সরকারের নতুন পরিকল্পনাসংবলিত একটি নথিতে দেখা গেছে, রাজধানীর রিয়াদের কেন্দ্রস্থলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কূটনীতিক পাড়ায় অ্যালকোহল বিক্রির দোকান থাকবে। 'ডিপ্লো অ্যাপ'এ নিবন্ধন করা ব্যক্তিরাই শুধু সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন। কারও কাছে অ্যালকোহল বিক্রির মাসিক কোটাও নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। সৌদি আরবে ১৯৫২ সাল থেকে অ্যালকোহল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। বাদশাহ আবদুল আজিজের এক ছেলে মদ্যপানের পর গুলি চালিয়ে এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে হত্যা করার পরপরই ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর ধরে গুঞ্জন চলছিল যে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন ২০৩০ অ্যাজেন্ডার অংশ হিসেবে সৌদি আরবে অ্যালকোহল সহজলভ্য করা হবে।

গোয়ার কথা বলে অযোধ্যায় মধুচন্দ্রিমা, বিচ্ছেদ চান স্ত্রী

ভুপাল ঃ বিয়ের পর্ব শেষ। কথা ছিল মধুচন্দ্রিমায় যাবেন বিদেশে'অন্ততপক্ষে ভারতের গোয়া সমুদ্রসৈকতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে স্ত্রীকে অযোধ্যা ও বারানসিতে নিয়ে যান স্বামী। এ নিয়ে বিতণ্ডার একপর্যায়ে এখন বিবাহবিচ্ছেদ চান স্ত্রী। ওই দম্পতির বাসা ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভুপালে। দুজনই কাজ করছেন তথ্যপ্রযুক্তি খাতে। গত মে মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। এর মাত্র আট মাসের মাথায় ১৯ জানুয়ারি ভুপালের একটি পারিবারিক আদালতে বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন স্ত্রী। আদালতে দুজনকে কাউন্সেলিংয়ের দায়িত্বে থাকা শাইল অবস্তি বলেন, ওই নারী তাঁর বিচ্ছেদের অভিযোগে বলেছেন, দুজনের আয় বেশ ভালো। তাই মধুচন্দ্রিমার জন্য বিদেশে যাওয়া তাঁদের কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না। তবে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার পরও বেঁকে বসেন তাঁর স্বামী।

ওই নারী বলেন, তাঁর স্বামী বিদেশে যেতে অস্বীকৃতি জানান। রাজি হন ভারতের ভেতরেই কোনো স্থানে যেতে। কারণ, তাঁকে তাঁর মাবাবার দেখাশোনা করতে হয়। পরে দুজন সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা গোয়া অথবা দক্ষিণ ভারতে মধুচন্দ্রিমা করবেন। তবে সে কথাও রাখেননি স্বামী।

ভ্রমণে যাওয়ার আগের দিন স্ত্রীকে তিনি বলেন, তাঁরা অযোধ্য ও বারানসিতে যাবেন। উড়োজাহাজের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। কারণ, অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনের আগে সেখানে ভ্রমণে যেতে চাইতেন তাঁর মা। স্বামীর ওই কাণ্ডে কিছুই বলেননি স্ত্রী। তাঁর মনমতো অযোধ্যা ও বারানসি থেকে ঘুরে আসেন। তবে মধুচন্দ্রিমা থেকে ফেরার পর এ নিয়ে বিতণ্ডা বাধে দুজনের। পরিস্থিতি গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছালে শেষ পর্যন্ত ভুপালের আদালতে বিচ্ছেদের আবেদন করে বসেন স্ত্রী।

বাগ্যুদ্ধ রিপাবলিকান মনোনয়নের দৌড়ে এখন ট্রাম্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যালি

বাগ্যুদ্ধে বাইডেনট্রাম্প, হাল না ছাড়ার ঘোষণা নিকি হ্যালির

নিউ ইয়র্ক ঃ আগামী নির্বাচন সামনে রেখে বাগ্যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত বুধবার একে অপরকে আক্রমণ করে মন্তব্য করেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাইমারিতে জয়ের পর রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন'দৌড়ে থাকা ট্রাম্পের প্রার্থিতার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ল। যদিও রিপাবলিকান পার্টির অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী নিকি হ্যালি শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

ট্রাম্পের মনোনয়ন চূড়ান্ত হলে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে পুনর্নির্বাচনের জন্য লড়াইয়ে নামা বাইডেনের মুখোমুখি হবেন। গত মঙ্গলবার রাতে হ্যালির বিরুদ্ধে নিউ হ্যাম্পশায়ারে জয়ের পর ট্রাম্প বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি তির্যক মন্তব্য করেন। বাইডেনও পুনরায় ট্রাম্পকে 'গণতন্ত্রের জন্য হুমকি' বলে উল্লেখ করেন।

বাইডেন তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলেন, এটি এখন স্পষ্ট যে ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী হবেন। একই সঙ্গে বাইডেন এ কথা আরেকবার দেশবাসীকে মনে করিয়ে দেন যে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বাইডেন ও বিচার বিভাগ নিয়ে আবারও অভিযোগ তোলেন। সাবেক এই প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেন, বাইডেনের আমলে বিচার বিভাগ 'রাজনৈতিক নিপীড়নে' জড়িত। গত বছর একাধিক অভিযোগের জেরে ট্রাম্পকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অন্যদিকে রিপাবলিকান মনোনয়নের দৌড়ে এখন ট্রাম্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যালি। তিনি ট্রাম্পের মেয়াদে তাঁর জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি বা তার পরে অনুষ্ঠেয় দক্ষিণ ক্যারোলাইনার প্রাইমারিতে ৫২ বছর বয়সী হ্যালিকে হারাতে মরিয়া ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্প। হ্যালি তাঁর এই নিজ রাজ্যে এর আগে দুবার গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগামী দিনগুলোতে দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় হ্যালি তিনটি সমাবেশ করবেন। অঙ্গরাজ্যটিতে তাঁর প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন বাবদ ৪০ লাখ ডলার ব্যয় করা হবে। এর অংশ হিসেবে দুটি নতুন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ৮১ বছর বয়সী বাইডেনকে 'অতি বুড়ো' ও ট্রাম্পকে 'খুব বেশি বিশৃঙ্খল' হিসেবে আক্রমণ করেছেন হ্যালি।

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে চলা এই ন্যায় যাত্রায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা

শিলিগুড়ি ঃ অতি সম্প্রতি বাংলায় ঢুকবে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা।রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে চলা এই ন্যায় যাত্রায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।তাদের কথায়,যে কেউ এই ন্যায় যাত্রায় যোগ দিতে পারেন শুধু মিসডকল দিয়েই।সেক্ষেত্রে বিশেষ একটি নম্বরও প্রকাশ্যে এনেছে কংগ্রেস।শুক্রবার শিলিগুড়িতে মহিলা নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক সারেন জাতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি অলকা লাম্বা।মূলত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে সামনে রেখেই চলে বৈঠক।পরবর্তীতে শনিবার কিষানগঞ্জ যাবার আগে শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি।তার কথায়,ন্যায়ের জন্য এই যাত্রা।অন্যদিকে জোট প্রসঙ্গে তার মন্তব্য,এখনও আলোচনা চলছে এই রাজ্যে।শুধু এই রাজ্য না,আরও একাধিক রাজ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে।দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।এমনকি ইন্ডিয়া জোট সফলতাও পাবে ২৪'র নির্বাচনে।২৪'র নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইন্ডিয়া জোট যখন আখের গোছাচ্ছে তখন রাম মন্দিরকে সামনে রেখে বিজেপি রাজনীতি করছে।এমনই অভিযোগ অলকা লাম্বার।তার কথায়,রাম মন্দির নির্মান এখনও অসম্পূর্ণ।তার আগেই রাজনৈতিক স্বার্থে মন্দিরের উদ্বোধন করা হচ্ছে।

কালিয়াচক ১ ব্লকের কালিয়াচক ১ অঞ্চলের সুলতানগঞ্জ এলাকায় একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়া

কালিয়াচক ঃ আজ কালিয়াচক ১ ব্লকের কালিয়াচক ১ অঞ্চলের সুলতানগঞ্জ এলাকায় একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শীলান্যাস করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ।শনিবার শীলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন ,জেলা মাইনরিটি অফিসার , বিডিও কালিয়াচক ১ ও মালদা জেলাপরিষদের বন ও ভুমি কর্মাধক্ষ আব্দুর রহমান সহ এলাকার একাধিক গণ্যমান্য বাক্তি ।কালিয়াচকের মত পিছিয়ে পড়া এলাকায় প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে ইন্ট্রিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শীলান্যাস হওয়ায় বেজায় খুশি এলাকাবাসী । শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের স্বদিচ্ছার কথা তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তা ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কাতলামারী সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসায়

মালদা ঃ খেলাধুলা শিক্ষার অঙ্গ,খেলাধুলা আমাদের শারীরিক বিকাশে সাহায্য করে।পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা তথা ব্যায়াম ও শরীর চর্চা খুবই জরুরী। পড়া পড়া ও খেলা খেলা আমাদের শিশুদের মন্ত্র হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়।শনিবার দিন মালদা জেলার চাঁচল এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কাতলামারী সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো।খেলার শুরুর প্রথমে পতাকা উত্তোলন ও ছাত্রছাত্রীদের খেলায় নিয়মবালির জন্য শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।খেলার ইভেঃট ছিল ১০০ মিটার, দৌড়, হাড়িভাঙ্গা, এবং হাইজাম্প লংজাম্প ইত্যাদি সহ মোট ৪০ টি ইভেন্ট।এই খেলাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে মেতে ওঠে।এদিন স্কুলের সকল শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।সারাদিন বেশ সারম্বরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকার সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা এই খেলার সার্বিক সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন।প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফলদের পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক সহ এলাকাবাসীর প্রতিযোগিতা দেখতে ভির উপচে পড়েছিল।এদিন খেলাতে উপস্থিত ছিলেন,মালদা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, বিদ্যানন্দ পুর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আফসার,পরিচালন কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান,স্কুলের প্রধান মফিজ উদ্দিন সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও বিশিষ্টজনের।

হোটেলের বিল ৮৫ হাজার টাকা। চারদিনের বিলের টাকা দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে কেরলের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার

মালদা ঃ হোটেলের বিল ৮৫ হাজার টাকা। চারদিনের বিলের টাকা দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে কেরলের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করলো পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন একটি বিলাসবহুল হোটেল থেকেই ওই পর্যটককেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যদিও ধৃত কেরলের ওই ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তিনি কলকাতার ব্যবসায়ীর সঙ্গে মালদা এসেছিলেন । কিন্তু হোটেলে থাকার সুবাদে ওই ব্যবসায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে গা ঢাকা দেয়। তার কাছে টাকা না থাকার কারণেই পাহাড়প্রমাণ এই বিল শোধ করতে পারেন নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ জানুয়ারি কেরলের বাসিন্দা কে.ইউ. সুরেনদানি এবং কলকাতার এক ব্যবসায়ী পুরাতন মালদার ওই বিলাসবহুল হোটেলে উঠেছিলেন । এরই মধ্যে শুক্রবার কলকাতার ওই ব্যক্তি হোটেল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর থেকে হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হতে শুরু করে। বিলের টাকা চাইলে সেই টাকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে কেরলের ওই বাসিন্দা। অবশেষে শনিবার পুরো বিষয়টি নিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই হোটেলের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন , চারদিন ধরে সুইট রুমে ছিল ওই দুই ব্যক্তি। যার মধ্যে শুক্রবার একজন হোটেল থেকে চলে যায়। তখনই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয়। চার দিনের বিল গিয়ে দাঁড়ায় ৮৫ হাজার টাকা। সেই বিল দিতে অস্বীকার করে কেরলের ওই বাসিন্দা। এরপরই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এদিকে ধৃত ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি পেশায় ব্যবসায়ী । কলকাতায় কর্মসূত্রে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একটি কাজের জন্য মালদায় তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতার ব্যবসায়ী। তার কাছে ৫ লক্ষ টাকা ছিল। যে টাকাটি নিয়ে পালিয়েছে অপরজন।

স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

আলিপুরদুয়ারঃ স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইন এলাকায়। জানা গিয়েছে রবিবার সকাল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ স্ত্রী ববিতা মাঝির সঙ্গে পারিবারিক বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুর্জন।অভিযোগ,বচসার জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন দুর্জন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে বলে খবর।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ।পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে এবং দুর্জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।ঘটনায় ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।দেহ কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কনকনে ঠান্ডায় ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে আম গাছের পাতা

মালদা ঃ কনকনে ঠান্ডায় ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে আম গাছের পাতা । জানুয়ারি মাসের তিনটে সপ্তাহ ইতিমধ্যে পার হতে চলেছে, তবুও আম গাছের মুকুলের কুড়ি ফুটে নি বলে চাষিদের অভিযোগ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাছে আমের মুকুল না আসলে লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে চাষিদের। যার ফলে এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার অধিকাংশ আম চাষিরা। একাংশ আম চাষিদের বক্তব্য, গত এক সপ্তাহ ধরে জেলায় যেভাবে শৈত্য প্রবাহ চলছে, তাতে ঠিকভাবে আম বাগানের পরিচর্যা করা যাচ্ছে না। সারাদিন ঘন কুয়াশা এবং মেঘলা আবহাওয়া থাকছে। ঠিকমতো রোদের আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম স্যাঁতসেতে আবহাওয়া থাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগপ্রকার আক্রমণ বাড়ছে গাছে । যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ে আম গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে । আগামীতে আমের মুকুল ফোটার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে , মালদার অর্থকরী ফল হিসাবে সর্বদাই পরিচিত রয়েছে আম। জেলায় প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে। জানুয়ারি মাসের দিকে জলদি যাতে নাম যথা গোপালভোগ, হিমসাগর , লক্ষণভোগ, জিলাপিগারা, আম্রপলি প্রভৃতি ধরনের আমের মুকুলের কুঁড়ি ফুটে যায়। শিশির থেকে হালকা জলেই গাছের পাতাও পরিষ্কার হয়ে থাকে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ঘন কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়া আবার কারণে কিছু কিছু আম বাগানে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কনকনে ঠান্ডা থাকলেও এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ঝলমলে রোদ । তাহলে আম গাছের রোগ পোকার সম্ভাবনা কম থাকে।

ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি এলাকার আমচাষী রাহানুর আলম, শাহাজাহান শেখদের বক্তব্য, বছরে একটা সিজন আম উৎপাদন এবং বেচাকেনা করেই রোজগার হয়। এবছর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শীতের দাপট তেমন ছিল না । কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে মালদায় কনকনে ঠান্ডা আর মেঘলা আবহাওয়াতেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এরকম স্যাতসেতে আবহাওয়া থাকায় গাছের পাতাতে ঝলমলে রোদের আলো পড়ছে না। ফলে এক ধরনের সাদা পোকার আক্রমণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্যানপালন দপ্তরের সহযোগিতার এবং পরামর্শের দাবি জানিয়েছেন চাষিদের অনেকেই।

উদ্যানপালন দপ্তরের জেলা আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, এই সময়ে আমচাষিরা অনেক ক্ষেত্রে পরিস্কার জল দিয়ে গাছের পরিচর্যা করেন। গাছের গোড়াগুলি সুন্দর করে মাটির দিয়ে বাঁধিয়ে পরিস্কার রাখে । মূলত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই আম গাছে অল্প বিস্তর মুকুল ধরতে শুরু করে। তবে এখন এই পরিস্থিতিতে আম চাষিদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরামর্শ নিয়েই গাছের পরিচর্যা করা উচিত।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজ্যের

মালদা ঃ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র মোথাবাড়িতে গভীর রাতে একদিন মজুরের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাতেই পুড়ে সর্বস্বান্ত হন পরিবারের সদস্যরা । বিষয়টি জানার পরই রবিবার ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাদের হাতে গরম পোশাক নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সহ নানান ভাবে সহযোগিতা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় এক বৃদ্ধা তার প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়েই বসবাস করেন। এদিন গভীর রাতে হঠাৎ আগুনে পুড়ে যাই ওই বৃদ্ধার টালির বাড়ি। পরে স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । বিষয়টি জানার পর এই দিন ওই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মদক্ষ আব্দুর রহমান, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সভাপতি মহম্মদ ওবায়দুল্লাহ সহ একাধিক জনপ্রতিনিধিরা । মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ওই পরিবারটিকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে। আগামীতে ওই বৃদ্ধার পরিবারকে পাকা বাড়ি ঘরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা সহজভাবে শিলিগুড়ি শহরবাসী পাচ্ছেন কি না তার

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা সহজভাবে শিলিগুড়ি শহরবাসী পাচ্ছেন কি না তার খোঁজখবর নিতে শিলিগুড়ির মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমে আয়োজিত হল সমস্যা সমাধান জনসংযোগ শিবির। শনিবার দুপুর ৩টে নাগাদ সেই শিবিরে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি করেন তিনি। শহরবাসী দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছেন কি না তার খোঁজখবর নেন মেয়র।

কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো সঙ্ঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো সঙ্ঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে মূলত আজকের এই সঙ্গবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের। আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কি বললেন শুনবো,

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে বাইক বাইক র‍্যালি

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি করা হলো ময়নাগুড়িতে।শনিবার ময়নাগুড়ি থানা, ট্রাফিক গার্ড, হাইওয়ে ট্রাফিক দুই এবং এল এন্ড টি এর যৌথ উদ্যোগে একটি বাইক র‍্যালি করা হলো।এদিন ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় থেকে এই বাইক র‍্যালিটি শুরু হয়।বিডিও অফিস মোড় হয়ে ময়নাগুড়ি থানায় শেষ হয় বাইক র‍্যালি। এরপর থানা থেকে পদযাত্রা শুরু করা হয়। পদযাত্রায় হাজির ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস, ট্রাফিক গার্ডের ওসি ভয়েস সুব্বা, হাইওয়ে ট্রাফিক দুই এর ওসি হোমেশ্বর পাল, এল এন্ড টি এর আধিকারিক সহ পথবন্ধু কর্মীরা। জানা যায়, সাধারণ মানুষকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। পাশাপাশি ট্রাফিকের বিভিন্ন আইনি বিষয় গুলিও সাধারণ মানুষকে জানানো হয়।

রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জলপাইগুড়ির বড় গোশালায়

জলপাইগুড়ি ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে জলপাইগুড়িতেও। রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জলপাইগুড়ির বড় গোশালায়। শুরু হয়েছে রামকথার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য রাম ভক্তরা। জলপাইগুড়ির গোশালায় আযোজিত রামকথা অনুষ্ঠান চলবে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২২ জানুয়ারি অনেক বড় মাপের অনুষ্ঠান করা হবে এখানে। সন্ধ্যায় হবে দীপাবলি উৎসব। উদ্যোক্তারা বলেন, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক ভক্তরা অযোধ্যায় রাম মন্দিরে যেতে পারছেন না। সেইসব মানুষদের জন্যই জলপাইগুড়ির এই বড় গোশালায় রাম কথার আযোজন করা হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত রামকথার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে এখানে।

কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন

কলকাতাঃ রেড রোড থেকে শুরু হয় কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, রাজ্য পুলিশের ত্বক্ষ রাজীব কুমার সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। সেই অনুষ্ঠানেই হঠাৎই ভেঙে পড়ে তোরণ। দৌড় চলাকালীন রেড রোডের ওপর দমকা হাওয়ায় ওই তোরণ ভেঙে পড়ে যায় বলে খবর। মাথায়, ঘাড়ে ও কোমরে চোট পান কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ওয়ান) মুরলীধর শর্মা। তাঁকে মল্লিকবাজারের ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর সবাই সুস্থ আছেন।

আজ কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে হাফ ম্যারাথনের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে সামিল হন অভিষেক বংদ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনে ২১ ও ৫ কিলোমিটার দৌড়ের আরও দুটি বিভাগ ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, ২৫ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেন। রেড রোড থেকে শুরু হয় দৌড়।

কলস যাত্রার মধ্য দিয়ে এলাকার নারী পুরুষ সকলে উল্লাস উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাস্তা পরিক্রমা করেন

কলকাতা ঃ অযোধ্যায় শুভ উদ্বোধন হল ৫০০ বছরের পরিকল্পিত রাম মন্দির। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযোজন করেছেন নগর বেলবাড়ি অঞ্চলের রাম ভক্তরা। এদিন শুরুতেই কলস যাত্রার মধ্য দিয়ে এলাকার নারী পুরুষ সকলে উল্লাস উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাস্তা পরিক্রমা করেন। এই কলস যাত্রায় অংশ নেন ১০৮ জন মহিলা। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপ কুমার দাস বলেন ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় উদ্বোধন হতে চলছে রাম মন্দিরের আর সেই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমরা আজ থেকেই তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযোজন করছি যার অন্যতম মায়েদের উপস্থিতিতে কলস যাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।। তিনি আরো বলেন ১০৮ জন মহিলা কলস যাত্রার মধ্য দিয়ে নদী থেকে জল এনে মন্দিরে রেখেছেন। তিনি আরো বলেন রামভক্ত নারীপুরুষ সকলকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করি।

আগামী ২৪ ঘন্টায় সাধারণত মেঘলা আকাশ থাকবে খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে

কলকাতা ঃ আগামী ২৪ ঘন্টায় সাধারণত মেঘলা আকাশ থাকবে খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি সকালের দিকে কুয়াসাও থাকবে। কলকাতায় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২০ ডিগ্রি এবং ১৫ ডিগ্রী থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টিপাত দু এক জেলায় যেমন দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম দুই চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি নদীয়াতে খুব হালকা বৃষ্টিপাতের অনুমান করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকছে।

২২ তারিখে দক্ষিণবঙ্গের শুকনো আবহাওয়া থাকবে এবং দু এক জায়গায় হালকা কুয়াশা থাকবে। উত্তরবঙ্গে ২২ তারিখে শুকনো ওয়েদার থাকবে। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ তে নিচে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

শিলিগুড়িতেও একাধিক মন্দির সেজে উঠেছে

শিলিগুড়িঃ আর কয়েক মূহুর্তের অপেক্ষা। রাত পোহালেই অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন। সেই উপলক্ষ্যে রাম মন্দির সহ সংলগ্ন এলাকা সেজে উঠেছে। সেজে উঠেছে গোটা দেশ। বাদ যায়নি শিলগুড়িও। শিলিগুড়িতেও একাধিক মন্দির সেজে উঠেছে। এছাড়াও শহর শিলিগুড়ির গান্ধী চকে রাম মন্দিরের রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে।জানা গিয়েছে, রাম মন্দিরের উদ্বোধন লগ্নে শিলিগুড়িতে তিন শতাধিক মন্দিরে বিশেষ পূজো অর্চনা হবে। পাঠ হবে হনুমান চালিশা। এছাড়াও ভোগ বিতরণ চলবে দিনের বিশেষ সময়ে। সন্ধ্যায় লক্ষাধিক প্রদীপ জ্বালানো হবে। সেক্ষেত্রে শুধু শিলিগুড়ি নয়, প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমও সেজে উঠেছে ইতিমধ্যে।এবিষয়ে সংগঠনের তরফে লক্ষণ বনসল জানান, নৌকাঘাট মোড়ে রামের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে যারা অযোধ্যায় পৌঁছোতে পারছেন না তাদের জন্য শিলিগুড়িতেই রাম মন্দিরের রেপ্লিকা তৈরি করা হল। যা ইতিমধ্যে সকলের নজর কেড়েছে।।।...

সাতসকালে মাথাভাঙ্গা দুই নং ব্লকের লতা পাতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির পার্টি

কোচবিহার ঃ সাতসকালে মাথাভাঙ্গা দুই নং ব্লকের লতা পাতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে থেকে দুই ব্যগ বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বোমা উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। পরে পুলিশ জলের সাহায্যে বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিজেপির অভিযোগ এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে বিজেপির পার্টি অফিসের পাশে বোমা রেখেছে তৃণমূল।যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি আগামী ২২ তারিখ একটি সম্প্রীতি যাত্রা করবে তৃণমূল তাই সেখানে বিঘ্ন ঘটাতে বিজেপি এই কাজ করেছে।

ইসলামপুর থানার গাইসাল বস্তি এলাকায় oil ইন্ডিয়ার পাইপ লাইন কেটে তেল চুরি

ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর থানার গাইসাল বস্তি এলাকায় oil ইন্ডিয়ার পাইপ লাইন কেটে তেল চুরি করার অভিযোগ উঠল কিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তাতেই বিপত্তি। গোটা স্কুল মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে গেল তেল। যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছে এলাকার মানুষ। স্হানীয়দের অভিযোগ এর আগেও ওই এলাকায় ণটড ইন্ডিয়ার পাইপ লাইন কেটে তেল চুরির ঘটনা ঘটেছিল। বারবার একেই এলাকা থেকে তেল চুরির ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে ণটড ইন্ডিয়ার কর্মী থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে ইসলামপুর থানার গাইসাল বস্তি এলাকায় কিছু দুষ্কৃতী ণটড ইন্ডিয়ার পাইপ লাইন কেটে তেল চুরি করে চম্পট দিয়েছে বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে গাইসাল বস্তি থ্বক্কা স্কুলের মাঠে ছড়িয়ে পড়ে তেল।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

লোকসভা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ১৪ টি কেন্দ্রের মোট ৪১ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে হাইকমান্ডের কাছে প্রেরণ প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির

শিলচরে দুইজন এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রে তিনজন প্রার্থীর নাম সন্নিবিষ্ট

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মাত্র দুদিন আগে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে কংগ্রেস প্রার্থী নামের তালিকা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য মাত্র তিনটি আসন ছেড়ে দিয়ে ১১ কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকা কংগ্রেসের প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রচার মাধ্যমে খবর প্রকাশ পেয়েছে। তবে এবার লোকসভা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ১৪ টি কেন্দ্রের মোট ৪১ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে হাইকমান্ডের কাছে প্রেরণ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটি। এই তালিকা অনুযায়ী শিলচরে দুইজন এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রে তিনজন প্রার্থীর নাম সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত করে নেওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে অসমে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে রয়েছে এটা দেখা যাচ্ছে। এরপরেই কংগ্রেসের প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী হিসেবে প্রচার মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পেয়েছিল। এর মধ্যে বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য তিনটি কেন্দ্র ছেড়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই তালিকা অনুযায়ী শিলচর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস, ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্র অসম জাতীয় পরিষদ এবং গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্র আম আদমি পার্টির জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রচার মাধ্যমের দিবে কংগ্রেসের এই তালিকা প্রকাশ পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় এবং শোনিতপুর এই তিনটি কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করেছিল আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটি।

এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার মধ্যেই সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের লিলি হোটেলে সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্যই সম্ভাব্য প্রার্থীদের এক তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে এক একটি কেন্দ্রে ন্যূনতম দুইজন কিংবা তিনজন কিংবা চারজন অথবা ছয় জনের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের মোট ৪১ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে সেটা প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির তরফে দলের হাইকমান্ডের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই তালিকায় লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে আবেদন করা প্রার্থীদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ লোকসভা কেন্দ্র হিসেবে প্রার্থীরা আবেদন করা অনুযায়ী তাদের নাম সম্ভাব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কংগ্রেসের সম্ভাব্য তালিকা অনুযায়ী শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য নৈঋতা জয়শুক্লা এবং সৌম্যকান্তি পুরকায়স্থের নাম সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকায় স্থান পেয়েছে। করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সম্প্রতি কংগ্রেসের যোগদান করা জ্যেষ্ঠ আইনজীবী হাফিজ রশিদ চৌধুরী, জুবের আনম এবং আমিনুর রশিদ চৌধুরীর নাম তালিকা রাখা হয়েছে। তাছাড়া সর্বাধিক বিতর্কিত নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য স্থানীয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ, সাংসদ গৌরব গগৈ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হোসেনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। একইভাবে বরপেটা কেন্দ্রের জন্য সাংসদ আব্দুল খালেক, দীপ বায়ন এবং ববিতা শর্মার নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লক্ষিমপুর কেন্দ্রে সাংসদ রানী নরহ এবং উদয় শংকর হাজারিকার নাম তালিকা রয়েছে। ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী, বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল, আব্দুল হামিদ, সাংসদ আব্দুল খালেক, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হোসেন এবং নূর শফিকুলের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এদিকে কোকরাঝাড় লোকসভা কেন্দ্রের গর্জেন মুসাহারি এবং প্রানজিত বসুমতারির নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। দরং ওদালগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী বসন্ত দাস, প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রবীন বড়ো, প্রাণজিত চৌধুরী এবং মাধব রাজবংশীর নাম সম্ভাব্য তালিকায় রাখা হয়েছে। যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের জন্য গৌরব গগৈ এবং কৃষ্ণা গগৈ নাম চূড়ান্ত করেছে কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটি। কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রাক্তন বিধায়িকা রোজলিনা তির্কি এবং গোলাপ শইকিয়ার নাম রয়েছে। কার্বি আংলং এর ডিফু লোকসভা কেন্দ্রের জন্য জয়রাম ইংলেং, সুমু রংহাং এবং ক্ল্যাংদং ইংতির নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। একইভাবে শোনিতপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মা, বর্ণালী ফুকন এবং প্রেমলাল গুঞ্জের নাম তালিকাভুক্ত করেছে কংগ্রেস। ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রাক্তন বিধায়ক দূর্গা ভূমিজ, রাজু শাহু এবং নীলনেত্র নেওগের নাম সন্নিবিষ্ঠ হয়েছে। তাছাড়া গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মীরা বরঠাকুর, রমেন বরঠাকুর এবং প্রাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মার নাম লোকসভা নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় স্থান দিয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটি।

গাজায় হাজারো অতিম শিশুর আর্তনাদ

গাজা ঃ যুদ্ধের ভিতর জন্ম। এমন হাজারো শিশু পিতামাতাকে হারিয়েছে। এমনও আছে অনেক শিশু ইনকিউবেটরে। তাকে বুকে তুলে আলিঙ্গন করার জন্য পিতা বা মাতা কেউই বেঁচে নেই। ইসরাইলের বিমান হামলায় মারা যান হান্না নামের এক মাতা। সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ করানো হয়। তার এই সন্তানকে গাজার কেন্দ্রস্থলে দিয়ের আল বালাহতে অবস্থিত আল আকসা হাসপাতালে দেখাশোনা করছেন নার্স ওয়ারদা আল আওয়াহদা। তিনি বলেন, এই সন্তানটিকে আমরা হান্না আবু আমশা নামে ডাকি। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। চলমান যুদ্ধে বহু শিশু এভাবে পিতামাতাকে হারিয়েছে।

এমনকি তাদের পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। তাদেরকে লালনপালনের দায়িত্ব কে নেবে, তা নিয়ে চিন্তায় থাকতে হচ্ছে চিকিৎসক এবং উদ্ধারকারীদের। ওই নার্স বলেন, হান্না আবু আমশার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি আমরা। কোনো আত্মীয়ের সাক্ষাত মেলেনি। তার পিতার কি হয়েছে আমরা জানি না। গাজায় মোট জনসংখ্যা ২৩ লাখ। তার প্রায় অর্ধেকই শিশু। নিষ্ঠুর এই যুদ্ধে এসব শিশুর জীবন তছনছ হয়ে গেছে। ইসরাইল যতই বলছে তারা বেসামরিক জনগণের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, ১৮ বছরের নিচে বয়স এমন কমপক্ষে ১১ হাজার ৫০০ শিশু নিহত হয়েছে এই যুদ্ধে। আরও বেশি আহত হয়েছে। অনেকের জীবন বদলে গিয়েছে। এমন শিশুর যথার্থ সংখ্যা পাওয়া কঠিন। ইউরো মেডিটারেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর নামের একটি অলাভজনক গ্রুপ বলেছে, কমপক্ষে ২৪ হাজার শিশু তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কেই হারিয়েছে। ১০ বছর বয়সী ইব্রাহিম আবু মোস পায়ে মারাত্মক ক্ষতে ভুগছে। তার পেটে আঘাত লেগেছে ক্ষেপণাস্ত্রের। বাড়িতে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করলে সে তাতে আহত হয়। মারা যান মা, দাদা ও বোন। তাদের কথা স্মরণ করে হাউমাউ করে কাঁদে সে। হোসেনের পরিবারের কাজিনরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতো। কিন্তু এখন তারা বালুতে দাফন করা কবরস্থানের কাছে গিয়ে বসে থাকে। স্কুলকে আশ্রয়কেন্দ্র বানানো হয়েছে। তার কাছেই দাফন করা হয়েছে মৃতদেহ। পরিবারের শিশুরা সবাই পিতা বা মাতাকে অথবা উভয়কেই হারিয়েছে। আল বুরেইজ শরণার্থী শিবিরে বসবাস করা আবেদ হোসেন বলেন, আমার মায়ের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়ে। এতে তার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। কয়েক দিন ধরে বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে তার দেহাবশেষ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে বলা হয়, আমার ভাই, আঙ্কেল এবং পুরে পরিবারের সদস্যরা নিহত হয়েছে। এ খবর শুনে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আবেদের চোখের চারপাশে কালো দাগ। রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকলে ইসরাইলি গোলার শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙে যায় তার। তখন খুব একা একা মনে হয় নিজেকে। আবেদ হোসেন বলে, মাবাবা বেঁচে থাকতে আমি ঘুমাতে পারতাম। তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তাই এখন আর ঘুমাতে পারি না। আমি সব সময় বাবার পাশেই ঘুমাতাম। আবেদ হোসেন ও তার অন্য দুই ভাইবোনকে দেখাশোনা করেন তাদের দাদী। কিন্তু তাদের সবার জন্যই প্রতিটি দিন হয়ে উঠেছে কঠিন। আবেদ হোসেন বলে,

আমাদের খাদ্য নেই। পানি নেই। সমুদ্রের পানি পান করার কারণে পেটে পীড়া হয়। রুটি বানানোর জন্য আটা মাখার সময় হত্যা করা হয়েছে কিনজা হোসেনের পিতাকে। এখন পিতার সেই মৃতদেহের ছবি তাকে তাড়িয়ে ফেরে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তিনি মারা যাওয়ার পর বাড়ি নেয়া হয়েছিল দাফন করার জন্য। কিনজা হোসেন বলেন, বাবার চোখ সঙ্গে ছিল না। তার গলা কেটে গিয়েছিল। আমরা চাই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক। কারণ, সবকিছুই খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।

গাজায় বসবাসকারী প্রায় প্রতিজনই এখন জীবন রক্ষাকারী জিনিসপত্রের জন্য নির্ভর করে সাহায্যদাতাদের ওপর। জাতিসংঘের হিসাবে, কমপক্ষে ১৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক এজেন্সি ইউনিসেফ বলেছে, গাজার ১৯ হাজার শিশুকে নিয়ে তাদের উদ্বেগ বেশি। এসব শিশু এতিম। তাদেরকে দেখভাল করার কেউ নেই।

কানাডার নির্বাচনে চীন, রাশিয়ার পাশাপাশি ভারতের হস্তক্ষেপের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ

ভ্যানকোভার: কানাডার জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিষয়ে তদন্ত করছে কমিশন। ২০১৯ এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে এ বিষয়ে ভারতের যুক্ত থাকার সম্ভাব্যতা নিয়ে তথ্যপ্রমাণ জমা দিতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ওই কমিশন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এতে বলা হয়েছে, কানাডার নির্বাচনে জোরালো ভূমিকা রাখার তদন্তে প্রথমবারের মতো ভারতের নাম উঠে এলো। এর মাধ্যমে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলো ভারতের নাম। এসব দেশকে কানাডা সন্দেহ করছে তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা হিসেবে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছে, তদন্তের এই তালিকায় ভারতের নাম যুক্ত হওয়ায় কানাডার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে। এরই মধ্যে ভ্যানকোভারে শিখ নেতা হরদিপ সিং নিজার হত্যাকাণ্ডে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগের পর কানাডা ও ভারতের সম্পর্ক তলানিতে চলে গিয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এসব বিষয়ে যোগাযোগ করলে অটোয়াতে ভারতীয় হাই কমিশন থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। গত বছর কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন, হরদিপ সিং নিজারকে হত্যায় ভারত সরকারের এজেন্টরা জড়িত। এ বিষয়ে কানাডার কাছে তথ্যপ্রমাণ আছে। তারপরই কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে আঘাত লাগে। এই অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করে নয়া দিল্লি ক্ষোভ প্রকাশ করে। অক্টোবরে ভারত থেকে কমপক্ষে ৪০ জন কানাডিয়ান কূটনীতিককে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয় অটোয়াকে। জাস্টিন ট্রুডোর ওই অভিযোগ আবার জোরালো হয়ে ওঠে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা নভেম্বরে অভিযোগ করেন গত বছর নিউ ইয়র্কে ভারতের একজন শিখ নেতাকে হত্যায় ভারতের একজন কর্মীর সঙ্গে কাজ করছিলেন ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্ত। এই অভিযোগে বিস্তারিত বলা হয়, কানাডায় একজন অধিকারকর্মীর (নিজার) বিরুদ্ধে একই রকম উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে অবহিত ছিলেন নিখিল গুপ্ত। কানাডায় নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) নেতা জগমিট সিং নিজে একজন শিখ নেতা। দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিষয়ে (তদন্তে) ভারতকে যুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছেন তিনি। এনডিপি কানাডার একটি বিরোধী দল। জাস্টিন ট্রুডোর দল লিবারেল পার্টিকে ক্ষমতায় রাখতে তাদের সঙ্গে এই দলটির একটি চুক্তি আছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্র বা বিরাষ্ট্রীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের জন্য চীন ও রাশিয়াকে যুক্ত করে কানাডা সরকার। সেপ্টেম্বরেই এই তদন্ত শুরু হয়েছে।

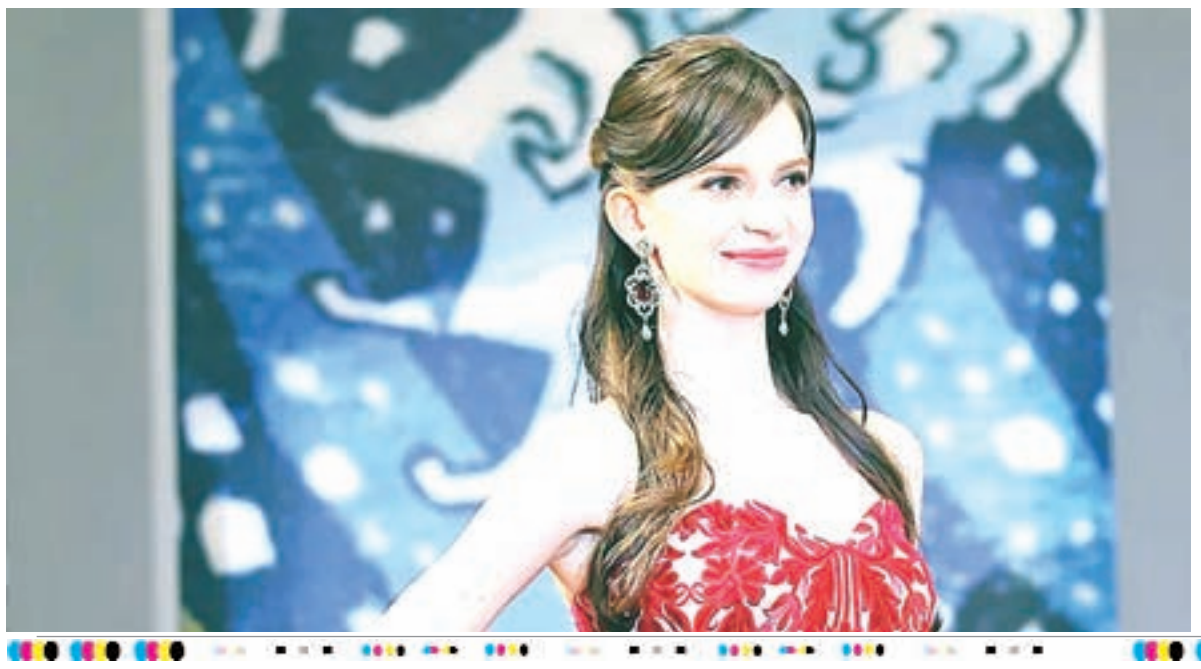

মিস জাপান প্রতিযোগিতা জিতলেন ইউক্রেনে জন্ম নেয়া মডেল!

টোকিও ঃ জাপানের সুন্দরি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখলে নিলো ইউক্রেনে জন্ম নেয়া মডেল। তার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ২৬ বছর বয়স্ক ক্যারোলিনা শিনো সোমবার মিস জাপান প্রতিযোগিতা জিতে নেন। কিন্তু একজন ইউক্রেনে জন্ম নেয়া এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা মডেলকে কেনো মিস জাপান নির্বাচিত করা হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সিএনএন জানিয়েছে, শিনো বহু বছর ধরে জাপানে বাস করছেন এবং তিনি স্পষ্ট জাপানি বলতে পারেন। তিনি বলেন, আমি একজন জাপানি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চাই। কিন্তু স্থানীয়রা আমাকে তাদের একজন হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি আশা করি, আমার এই জয়ের কারণে তারা আমাকে জাপানি হিসেবে মেনে নেবে। তিনি আরও বলেন, আমরা এখন বৈচিত্রের যুগে বাস করছি। এখন বৈচিত্রের কোনো বিকল্প নেই। আমার মতো অনেকেই আছেন যারা এসব ইস্যু নিয়ে চিন্তিত। আমাকে বার বার বলা হয়েছে যে, আমি জাপানি নউ। কিন্তু আমি অন্য জাপানিদের মতোই। আমি এই প্রতিযোগিতায় পা দিয়েছিলাম পুরোপুরি নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেই। আমি এই স্বীকৃতি পেয়ে অত্যন্ত খুশি।

জাপানে সাধারণত খুব বেশি বিদেশি মানুষ দেখা যায় না। সেখানে অভিবাসনও কঠিন। ঐতিহাসিকভাবেই জাপানিরা অন্য জাতির মানুষদের সহজে গ্রহণ করতে চান না।

সম্পাদকীয়

বেলুচিস্তানে শান্তির সুযোগ হাতছাড়া করছে পাকিস্তান

পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হক ১ জানুয়ারি ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বেলুচিস্তানের জনগণ বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের প্রতিবাদে ইসলামাবাদে বিক্ষোভ করার সময় পুলিশের সহিংস প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি মেজাজ হারালেন। প্রধানমন্ত্রী রাগত স্বরে বললেন, যাঁরা ইসলামাবাদে বিক্ষোভ করেছেন, তাঁরা 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা লোকজনের আত্মীয়স্বজন।' বেলুচিস্তান থেকে আসা বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদকে অন্যায্য এবং পুলিশের লাঠিপেটা ও জলকামান ব্যবহারকে ঠিক কাজ বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, যাঁরা তাঁদের সমর্থন করছেন, তাঁরা 'বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসীদের দোসর'। বেলুচিস্তানের বংশোদ্ভূত পশতুন আনোয়ার উল হকের বেলুচিস্তান ইস্যুতে যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তা বালুচ জনগণের বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত নীতিকে প্রতিফলিত করে। কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো বেলুচিস্তানের মানুষের দুর্দশা ও দাবির দিকে নজর দেওয়ার

বদলে বালুচ ইস্যুকে শুধু একটি নিরাপত্তা ইস্যু বানিয়ে রেখেছে। সরকারের এই মনোভঙ্গি বালুচ জনগণের মানবিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে পরিকল্পিতভাবে জিইয়ে রেখেছে। এটি প্রদেশটিতে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতকে উসকে দিয়েছে। এ অবস্থায় যতক্ষণ না পাকিস্তান সরকার তার মনোভাব পরিবর্তন করবে, ততক্ষণ বেলুচিস্তান সংকটের অবসান ঘটবে না। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশ হলো বেলুচিস্তান। দেশটির মোট আয়তনের ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ এলাকাই এই প্রদেশের দখলে। সোনা, তামা, তেলসহ সবচেয়ে বেশি খনিজ সম্পদ এখানে। এই প্রদেশেই ৭৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল। এখানেই চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থল গাদর বন্দর অবস্থিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ থাকার পরও বেলুচিস্তান পাকিস্তানের সবচেয়ে দরিদ্র প্রদেশ। বালুচ উপজাতির লোকের সংখ্যা পাকিস্তানের মোট জনগণের এক তৃতীয়াংশ। অথচ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দশকের পর দশক ধরে তাদের বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। এই বৈষম্য সশস্ত্র প্রতিরোধ আংদোলনের জন্ম দিয়েছে। বেলুচিস্তানের সম্পদের সমান হিস্যা দাবি করে আসছেন বালুচ সংগ্রামীরা। এর ধারাবাহিকতায় সেখানে স্বাধীনতার দাবি পর্যন্ত উঠেছে। তবে বালুচদের সবাই যে সশস্ত্র আংদোলনকে সমর্থন করছেন, তা নয়। সেখানকার অনেকেই বিশ্বাস করেন, সরকার যদি বালুচ জনগণের দুঃখবঞ্চনার কথা বিবেচনায় নিয়ে আলোচনায় বসে, তাহলে এই দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সমাধান সম্ভব। কিন্তু সরকার বরাবরই এসব সমস্যা সমাধানে আলোচনার পথে না গিয়ে বলপ্রয়োগের দিকে ঝুঁকেছে। সরকার শুধু সশস্ত্র গ্রুপগুলোকেই দমন করছে না বরং গোটা বালুচ সম্প্রদায়কে তারা সন্ত্রাসী হিসেবে দাগিয়ে দিচ্ছে। এমনকি যে আংদোলনকর্মী ও রাজনীতিকেরা অস্ত্র তুলে না নিয়ে রাজনীতি ও আইনি পথে আন্দোলন করে আসছেন, তাঁদেরও 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ফলে বালুচ সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার সব সুযোগ সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তবে বেলুচিস্তান ইস্যুকে পাকিস্তান সরকার শুধু নিরাপত্তাজনিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার কারণে সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত সংকট বেড়ে গেছে। জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া, গুম হওয়া, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার ঘটনা বাড়তে থাকায় সেখানে সাধারণ বালুচ জনগণের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। সরকারবিরোধী আন্দোলন বাড়ছে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর দমন-পীড়ন বেড়ে গেছে। ভয়েস ফর বালুচ মিসিং পারসনস নামের একটি সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী, সেখানে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দেশি-বিদেশি অনেক মানবাধিকার সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জড়িয়েছে ১০ দেশ, যুক্তরাষ্ট্র এখন কী করবে

মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের মুখোমুখি। এ প্রেক্ষাপটে দেশটির উচিত হবে, খুব দ্রুত তাদের কৌশল পরিবর্তন করা।

গত রোববার জর্ডানে ড্রোন হামলায় ৩ মার্কিন সেনা নিহত ও ৩০-এর বেশি আহত হয়েছেন। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর এটাই মার্কিনদের নিশানা করে পরিচালিত কোনো প্রাণঘাতী হামলা।

পিটার বার্গেন
প্রাবন্ধিক

গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা একই বিষয়ে নানা রকম ভাষ্য দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে এ সংঘাত যেন আর না ছড়ায়, সে চেষ্টা চালিয়েছেন কঠোরভাবে।

তা সত্ত্বেও গত চার মাসে আমরা কী কী দেখেছি, তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া যাক লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ ও মার্কিন রণতরিতে হুতিদের নিয়মিত ড্রোন ও মিসাইল হামলা এবং হুতিদের নিশানা করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পাল্টা হামলা।

লেবাননে হিজবুল্লাহকে নিশানা করে ইসরায়েলিদের প্রাত্যহিক হামলা এবং হিজবুল্লাহর পাল্টা হামলা।

ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে দেড় শতাধিক ড্রোন ও মিসাইল হামলা। জবাবে ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের সমর্থনপুষ্ট মিলিশিয়ার ওপর মার্কিন হামলা। ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সিরিয়ার এমন সব লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের উপর্যুপরি হামলা।

ইরানে আইএসআইএসের ভয়ংকর হামলা। পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা।

গাজায় পুরোদমে যুদ্ধ চলছে এবং এ যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণ নেই। এর মধ্যেই আবার ইসরায়েলের একটি অংশ জোর গলায় হিজবুল্লাহর সঙ্গে দেশটির যুদ্ধে জড়ানো উচিত বলে দাবি তুলছে। কারণ হিসেবে তারা বলছে, ইরান-সমর্থিত দলগুলোর ছোড়া রকেট থেকে রক্ষা পেতে

কয়েক লাখ ইসরায়েলি বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

বাইডেনের জন্য হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার বিষয়টি জটিল, যেহেতু তিনি এ অঞ্চলে সংঘাত আরও বিস্তৃতি পাক, তা চাইছেন না। আবার তিনি এমনভাবেও পাল্টা আক্রমণ চালাতে চান না, যা ইরানকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে।

ক্রমবর্ধমান এই আঞ্চলিক সংঘাতে মোটাদাগে ১০টি দেশ জড়িয়ে পড়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। দেশগুলো হলো জর্ডান, ইরান, ইসরায়েল, সিরিয়া, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, লেবানন ও ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী এবং হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতি ও আইএসআইএসের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

এদিকে ইরানের মদদপুষ্ট ইরাক সরকার তাদের মাটি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারে চাপ দিচ্ছে।

আমি মনে করি, ইসরায়েল সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, এবার সেসব প্রভাব খাটাতে পারে ইসরায়েল। কারণ, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রভাব ইসরায়েলের ওপর আছে, তা অব্যবহৃত থেকে যায়। অন্তত সাধারণ মানুষ তাই বলে। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল সরকারকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে আসতে রাজি করাতে পারে। এর বিনিময়ে ইসরায়েলি ও মার্কিন জিম্মিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

এরপর বাইডেন প্রশাসনের উচিত হবে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। চিরস্থায়ী শান্তির এটিই একমাত্র পথ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রের আরব মিত্রদের সমর্থন আবশ্যক হবে। এখন পর্যন্ত কাতার ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আরব মিত্ররা যা করেছে, তাকে কথার কথাই বলা যায়। বছরের পর বছর তারা অর্থহীন কথা বলে যাচ্ছে।

এর জন্য মার্কিন কূটনীতির জোর প্রয়োগ দরকার হবে। কূটনীতি এর আগেও সমস্যার সমাধান করেছে। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তাঁর রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে ইসরায়েল ও মিসরকে মীমাংসার টেবিলে বসাতে পেরেছিলেন। ক্যাম্প ডেভিডে দেশ দুটি বৈঠকে বসার আগে তিনটি বড় যুদ্ধে জড়ায়। কিন্তু মীমাংসার পর গত অর্ধশতাব্দীতে তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান।

একই সঙ্গে যুদ্ধে না জড়িয়েই ইরানের কৃতকর্মের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে। কারণ, এখন যুদ্ধে জড়ালে ইরানকে হয়তো নিষ্ক্রিয় করা যাবে, তবে এ অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্র সাইবার হামলা চালিয়ে ইরানের সঙ্গে দেশটির সমর্থনপুষ্ট গোষ্ঠীগুলোর যে যোগাযোগ, তা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

বাইডেনের জন্য হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার বিষয়টি জটিল, যেহেতু তিনি এ অঞ্চলে সংঘাত আরও বিস্তৃতি পাক, তা চাইছেন না। আবার তিনি এমনভাবেও পাল্টা আক্রমণ চালাতে চান না, যা ইরানকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে।

ভারসাম্য রক্ষা করাটাই এখন বাইডেনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

লোহিত সাগরকে হুতিমুক্ত করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র?

জন পি রুহেল

লোহিত সাগরে গত ৩০ ডিসেম্বর ডেনিশ কোম্পানি মারেস্ক লাইন-এর মালিকানাধীন একটি জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে এবং নৌযান থেকে গোলা ছুড়ে হামলা চালায়। কনটেইনারবাহী বিশাল জাহাজটিকে রক্ষা করতে মার্কিন নৌবাহিনী এগিয়ে আসে। তারা আক্রমণকারী চারটি ছোট জাহাজের মধ্যে তিনটিকেই ধরাশায়ী করতে হেলিকপ্টার থেকে হামলা চালাতে থাকে। পরে কোনোমতে, জাহাজটি রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ওই ঘটনার পর বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিপিং কোম্পানি মারেস্ক লোহিত সাগর দিয়ে পণ্য পরিবহন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। মারেস্কের সঙ্গে পশ্চিমা বড় বড় শিপিং প্রতিষ্ঠান ওই অঞ্চল দিয়ে পণ্য পরিবহন করা বাদ দিয়ে প্রায় দ্বিগুণ পথ ঘুরে পণ্য পরিবহন শুরু করে।

গত অক্টোবরে হুতিরা ঘোষণা দিয়েছিল, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা জাহাজগুলোতে তারা হামলা চালাবে। এর পর থেকে তারা প্রায় নিয়মিতভাবে ইসরায়েলগামী বা ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ত থাকা জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় গত ১৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান শীর্ষক একটি টাস্কফোর্সের ঘোষণা দেয়। এই টাস্কফোর্স হুতিদের হামলা মোকাবিলায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে। পাশাপাশি হুতি গোষ্ঠীকে যারা তহবিল সরবরাহ করে, বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা যেসব গোষ্ঠী হুতিদের তহবিল দিয়ে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু লোহিত সাগরের একেবারে সংকুচিত জলসীমা অঞ্চল এবং সুয়েজ খালের 'বটলনেক' এলাকায় এখনো বৈশ্বিক শিপিংয়ের জন্য নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। গত ডিসেম্বরে লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল ২০ শতাংশ কমে গেছে। আর সুয়েজ খাল দিয়ে কনটেইনারবাহী জাহাজের চলাচল গত বছরের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

লোহিত সাগর দিয়ে না গিয়ে ঘুরপথে জাহাজ চলাচলের প্রভাব বৈশ্বিকভাবে অনুভূত হচ্ছে। মহাসাগরে কার্গো পরিবহনের খরচ আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিপিং-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ফ্রেইটস এক প্রতিবেদনে বলেছে, জানুয়ারির গোড়াতেই এশিয়া থেকে উত্তর ইউরোপে ৪০ ফুটের একটি কনটেইনার পাঠানোর খরচ ৪ হাজার ডলারে পৌঁছে গেছে। জানুয়ারির শুরু থেকে মধ্য জানুয়ারি পর্যন্ত ২৪ ফুটের একটি শিপিং কনটেইনার ভারত থেকে ইউরোপ ও মার্কিন পূর্ব উপকূলে পরিবহন করার ব্যয় ৬০০ ডলার থেকে দেড় হাজার ডলারে উঠে গেছে। এর সঙ্গে সারচার্জ বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে।

এর মধ্যেও যারা লোহিত সাগরে চলাচল করতে চায়, তাদের জন্য বিমা খরচ হিসেবে প্রতি যাত্রায় সংশ্লিষ্ট জাহাজের মূল্যের ০.২ শতাংশ থেকে তিন গুণ বেড়ে ০.৭ শতাংশ পর্যন্ত বিমা প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। যদিও ভোক্তারা এখনো মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাটা অনুভব করতে পারছেন না তবে আগামী কয়েক সপ্তাহে মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি টের পাওয়া যাবে।

ইয়েমেনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে হুতিরা মিসাইল, রাডার, হেলিকপ্টার, ছোট নৌকা এবং সস্তা ড্রোনের সমন্বয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে। হুতিদের ব্যবহার্য ২ হাজার ডলার দামের ড্রোন ধ্বংস করতে ২০ লাখ ডলার দামের মিসাইলের ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পোষায় না।

২০২১ সালে সুয়েজ খালে কনটেইনারবাহী জাহাজ এভার গিভেন প্রায় ছয় দিন আটকা পড়ে থাকার পর বৈশ্বিক বাজারে তার যে প্রভাব পড়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে কয়েক মাস সময় লেগে গিয়েছিল। সেই একই অবস্থা ঘটতে চলেছে। নিজের প্রভাব বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যাওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র অতীতে সফলভাবে বৈশ্বিক জাহাজ ব্যবস্থার হুমকি সামাল দিয়ে এসেছে।

অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কয়েক ডজন দেশের সেনা নিয়ে গঠিত কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস মধ্যপ্রাচ্যকে নজরদারির আওতায় রাখছে। ২০০৯ সালে গঠিত কম্বাইন্ড টাস্কফোর্স ১৫১ (সিটিএফ-১৫১) সোমালিয়ার জলদস্যুদের মতো হুমকিকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। তবে এবার হুতিরা যে ধরনের আক্রমণ কৌশল বেছে নিয়েছে, তাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র শতভাগ সক্ষম কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ইয়েমেনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে হুতিরা মিসাইল, রাডার, হেলিকপ্টার, ছোট নৌকা এবং সস্তা ড্রোনের সমন্বয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে। হুতিদের ব্যবহার্য ২ হাজার ডলার দামের ড্রোন ধ্বংস করতে ২০ লাখ ডলার দামের মিসাইলের ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পোষায় না।

ইরানের কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সহায়তাপুষ্ট হুতিরা যেহেতু ফিলিস্তিনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, সেহেতু ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট জাহাজে তাদের হামলার বিষয়ে আঞ্চলিক দেশগুলো প্রতিক্রিয়া দেখাতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে হুতিরা এসব দেশের কাছ থেকে খুব কম বাধা পেয়ে থাকে।

আট বছর ধরে সৌদি আরব ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও ২০২২ সালে সৌদি সরকার হুতিদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করে। এই অঞ্চলে বাহরাইনের মতো যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র তারাও যুক্তরাষ্ট্রের এবারের গঠিত অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ানে যোগ দেয়নি। কারণ, এই সংঘে যুক্ত হলে আরব দেশগুলো তাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষ সমর্থনের অভিযোগ আনতে পারে। এমনকি সুয়েজ খাল সচল না থাকলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হবে যে দেশটি, সেই মিসরও যুক্তরাষ্ট্রের এই হুতিবিরোধী জোটে যোগ দিতে রাজি হয়নি।

এসব কারণে হুতিদের এই হুমকি এবার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সামাল দেওয়া খুব সহজ হবে না।

সাময়িকী

পশ্চিমবঙ্গে 'ইন্ডিয়া' জোটে জটিল রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ

শুভজিৎ বাগচী
প্রাবন্ধিক

কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিজেপিবিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে কয়টি রাজ্যে জটিলতা রয়েছে, তার অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূল নেত্রী মমতা ইতিমধ্যে রাজ্যে এককভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব সমঝোতার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দুই পক্ষ ঐকমত্যে আসতে পারবে?

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী সোমবার কার্যত মুখোমুখি আসরে থাকবেন। 'ইন্ডিয়া' জোটের অগোছালো সংসারে মতপার্থক্যের মধ্যে একই দিনে উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু করবেন রাহুল গান্ধী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে যাবেন মমতা আর উত্তর দিনাজপুরে তাঁর দুদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফর শেষ করবেন রাহুল। এই সময়ের মধ্যে একাধিক ঘটনা ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তত উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সে রকমই ধারণা। গত বৃহস্পতিবার আসামে পদযাত্রা করে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকেন রাহুল গান্ধী। এরপরই তিনি তিন দিনের জন্য দিল্লি চলে যান। আবার ২৮ জানুয়ারি থেকে তাঁর দুদিনের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল সফর শুরুর কথা। কংগ্রেসের অন্যতম জাতীয় সম্পাদক ও অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য রঞ্জিত মুখার্জি প্রথম আলোকে গতকাল শুক্রবার বলছিলেন, ২৮ জানুয়ারি রাহুল গান্ধী 'দিল্লি থেকে ফিরে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা হয়ে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া যাবেন। পথে তিনি জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে থামবেন। ২৯ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ছুঁয়ে বিহারের আগারিয়ায় যাবেন। সেখানে থাকবেন তিন দিন। আবার ৩১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গে ফিরে তিনি দক্ষিণ মালদার সুজাপুর হয়ে যাবেন মুর্শিদাবাদ। সেখান থেকে বহরমপুর হয়ে বীরভূম এবং সেখান থেকে ঝাড়খন্ডে। তিনি দক্ষিণবঙ্গে যাচ্ছেন না।'

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতারা মনে করছেন, রাহুলের তিন দিনের দিল্লি সফরের মূল লক্ষ্য ইন্ডিয়া জোটকে কিছুটা গুছিয়ে নেওয়া। কারণ, জোট শরিকের অন্তত চার নেতা আসন সমঝোতা নিয়ে প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছেন। এই চার নেতা হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল (পাঞ্জাবে তাঁর দল আম আদমি পার্টি ক্ষমতায়), উত্তর প্রদেশে অখিলেশ যাদব, বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বুধবার মমতা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো আসন-রফা হচ্ছে না। তাঁর কথায়, 'কারও সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। আমি মনে করি, প্রথম থেকেই ওরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাংলায় আমরা একাই লড়ব।' কংগ্রেস অবশ্য মমতাকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত মঙ্গলবার আসামে রাহুল গান্ধী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। এর ফল কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ্যে আসবে। রাহুলের কথার সূত্র ধরে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ আসামে সাংবাদিকদের বলেন, মমতা বংদ্যোপাধ্যায় শুধু তৃণমূল বা পশ্চিমবঙ্গের নন, দেশের একজন বড় নেতা। তিনি ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রধান শরিক। তৃণমূলকে বাদ দিয়ে ইন্ডিয়া জোট সম্ভব নয়। তবে তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মমতাকে সঙ্গে চাইলেও চান না দলের রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি ধারাবাহিকভাবে মমতাকে আক্রমণ করছেন। রাজ্যসভায় দলের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, ইন্ডিয়া ব্লকের অনেক নিন্দুক রয়েছে। তবে কেবল বিজেপি ও অধীর চৌধুরী ব্লকের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর, তবে কথাগুলো দিল্লির দুজনের নির্দেশে তিনি এসব বলছেন। দুই বছর ধরে তিনি বিজেপির ভাষায় কথা বলেছেন। ডেরেক ও'ব্রায়েনের এই অভিযোগের জবাবে অধীর চৌধুরী তাঁকে 'বিদেশি' বলে মন্তব্য করেন। বলেন, 'উনি অনেক বেশি বোঝেন। ওনাকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা কি কংগ্রেসের হাত পশ্চিমবঙ্গে ধরতে চান? এর উত্তর হ্যাঁ-না দুটিই হতে পারে। এককভাবে নির্বাচনে না গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে একটা বড় সুবিধা তৃণমূলের রয়েছে। অন্যদিকে কিছু সমস্যাও হতে পারে। প্রথমে দেখা যাক কীভাবে লাভবান হতে পারে তৃণমূল। গত পাঁচ বছরে লোকসভা (২০১৯) এবং বিধানসভা (২০২১) নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই সময়ে তৃণমূলের ভোট ধীরে ধীরে বেড়েছে। অন্যদিকে অনেক দ্রুত বেড়েছে বিজেপির ভোট। এর প্রধান কারণ, বামফ্রন্টের ভোট চলে গেছে বিজেপির ঝুলিতে। গত পাঁচ বছরে মোটামুটি বামফ্রন্টের ২০-২৫ শতাংশ ভোট কমেছে। ওই একই হারে বিজেপির ভোট বেড়েছে। ২০১৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান হয়েছে এবং এই সময়কালে তাদের ভোট ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৮-৪০ শতাংশ হয়েছে। বামফ্রন্টের ভোট এই সময়কালে ২০-২৫ থেকে কমে ৫-৭ শতাংশ হয়েছে। কংগ্রেসের হার নেমেছে ১২ থেকে ৩ শতাংশে। তৃণমূলের ভোট মোটামুটি একই রয়েছে ৪৩ থেকে ৪৮ শতাংশের মধ্যে। তৃণমূলের মূলত ৪-৫ শতাংশ ভোট বেড়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে (২০১৯) কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মোট ভোট ছিল ১৩ শতাংশ। এটা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নেমে গেছে সাড়ে ৮ শতাংশে। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বাম জোটকে গিলে ফেলছে এবং সেই ভোট যাচ্ছে বিজেপির ঝুলিতে। আবার সামান্য হলেও তৃণমূলের ভোট বাড়ছে। এ কারণেই রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী গত মঙ্গলবার বলেছেন, তৃণমূল ধারাবাহিকভাবে ভোটের দ্বিমুখী মেরুকরণ ঘটাচ্ছে, যাতে তারা ও বিজেপি উভয়ই লাভবান হয়। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। ভোটের যত দ্বিপক্ষীয় মেরুকরণ ঘটবে, তত লাভবান হবে বিজেপি। সেই সঙ্গে লাভবান হবে তৃণমূলও। সে রকমটাই দেখা যাচ্ছে অন্তত গত দুটি (২০১৯ ও ২০২১) নির্বাচনে। এই যুক্তিতে এটা মানতে হয়, সে ক্ষেত্রে মমতা চাইবেন বাম-কংগ্রেস জোটের ভোট পশ্চিমবঙ্গে আরও কমে যাক, যাতে লাভবান হয় প্রথমত বিজেপি এবং তারপরে তৃণমূল। কেন্দ্রে বিজেপি থাকার একটা স্বাভাবিক সুবিধা পশ্চিমবঙ্গে পায় তৃণমূল।

জানা অজানা

কাজ করলেই ভুল হয়, যারা বুদ্ধিমান তারা ভুলের সংশোধন করে আর দুষ্ট লোকেরা বদনাম করে বেড়ায়

সুনীল কুমার দে

যে কাজ করে তার ভুল হয়, যে কাজ করে না তার ভুল হয় না সে শুধু সমালোচনা করে। দশ টা কাজ করলে দু একটা ভুল হতেই পারে। যারা বুদ্ধিমান ও ইতিবাচক ব্যক্তি তারা ভুলের সংশোধন করে নেয় ব্যক্তি, জাতি ও সংস্থার স্বার্থে। আর যারা অসৎ ব্যক্তি ও নেতিবাচক ব্যক্তি তারা কেবল ভুল খুঁজে বেড়ায় ও রাজনীতি করে। তারা ঘর ভাঙে ও সংস্থা ভাঙে। এই পৃথিবীতে কেউ সবাই কে খুশি করতে পারে না, সবার প্রিয় হতে পারে না। স্বার্থ পূরণ হলেই ভালো আর পূরণ না হলেই খারাপ এই মানসিকতার প্রচলন আজকাল বেশি। যে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে ও পরিশ্রম করে আজকের সমাজ তার মূল্য দেয় না, তাকে উচিত সম্মান দেয় না, সহযোগ করে না। বরং তার দোষ ও ভুল খুঁজে বেড়ায় ও বদনাম করে। আজকের শিক্ষিত সমাজে এটাই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এই রোগ সব সমাজে ও সব সংস্থা সংগঠনের মধ্যে আছে। তাই সবাই কে নিয়ে চলা ও সবাই কে খুশি করা বড় কঠিন কাজ। কোনো জিনিষ সারা জীবন ধরে থাকতে নেই, ভালো মন্দ, ভুল ত্রুটি, নাম বদনাম প্রভৃতি নিয়েই জীবন। জীবনে কিছু করতে গেলে অসীম, সহ্য, ধৈর্য্য, ত্যাগ ও পরিশ্রম দরকার। যে গাছ যত উঁচুতে থাকে সেই গাছে তত বেশি ঝড় লাগে। যে বেশি বইতে পারে তাকে বেশি বোঝা দেওয়া হয়, যে বেশি কাজ করে তাকে বেশি শুনতে হয়, যে যত সহ্য করে তাকে তত বেশি আঘাত করা হয়। তাই কোনো উপায় নেই। কিছু ভালো কাজ করতে গেলে বাধা আসবেই। কিছু কাজ করলে ভুল হবেই।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কংগ্রেসে টিকিটের বেচাকেনা অব্যাহত রয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ দলটি ছেড়ে অসম গণপরিষদে যোগদান করা অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যের

অগপ নিজের দরজা খোলা রেখেছে বলে যুব প্রজন্ম এবং দল ছেড়ে যাওয়া সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বার্তা সভাপতি অতুল বরার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ঘর বাপসি করলেন অর্থাৎ নিজের ঘরে ফিরে এলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে অবশেষে অসম গণপরিষদে যোগদান করেছেন। দল পরিত্যাগ করেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন তিনি। দলত্যাগী ভট্টাচার্য বলেন কংগ্রেসে টিকিটের বেচাকেনা অব্যাহত রয়েছে। অর্থের লেনদেনের অবিহনে কংগ্রেসের টিকিট বিতরণ হয় না। তাছাড়া অগপ নিজের দরজা খোলা রেখেছে বলে যুব প্রজন্ম এবং দল ছেড়ে যাওয়া সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন সভাপতি অতুল বরা।

প্রসঙ্গত মাত্র একদিন আগে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন তরুণ গগৈ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি অঞ্জন দত্তের কন্যা অংকিতা দত্ত। তবে গেরুয়া বসন পরেই নিজেদের প্রাক্তন দল কংগ্রেস এবং নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন বিস্মিতা গগৈ এবং অংকিত দত্ত। কংগ্রেস মহিলার জন্য সুরক্ষিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ। এমনকি তার পরিধান করা ব্লাউজ নিয়েও কংগ্রেসের একাংশ নেতাকর্মীরা মন্তব্য করেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। একইভাবে যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী অংকিতা দত্তের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন রাহুল গান্ধী ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার সময় আমগুড়িতে একজন গাঁজা ব্যবসায়ীর সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন অথচ গত ১০ মাস ধরে ন্যায়ের জন্য অপেক্ষায় থাকা তাকে ন্যায় থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে অভিযোগ অংকিতা দত্তের।

সেই ধারা অব্যাহত রেখে এবার কংগ্রেস ত্যাগ করলেন দলটির জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের আমবাড়ি স্থিত অসম গণপরিষদের মুখ্য কার্যালয়ে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে দলের সভাপতি অতুল বরা অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যকে দলীয় সদস্য পদ তুলে দিয়ে তাকে অগপতে স্বাগত জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন তিনি যেন নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। ২০১৩ সালে নানা কারণে অভিমান করে তিনি অসম গণপরিষদ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তবে যেখান থেকে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল এবার তিনি ফির সেই দলে ফিরে এসেছেন। অগপ ত্যাগ করলেও নীতিগতভাবে এই দলটির বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। স্বরাজ এবং স্বজাতির প্রতি থাকা দায়বদ্ধতা তার সব সময় ছিল। তবে সাম্প্রতিক যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিকবাদী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রযোজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে এক শক্তিশালী রূপ দেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। শক্তিশালী চিন্তাধারার মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্র পুনঃনির্মাণের সংকল্প নেওয়া ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে অসম গণপরিষদ একত্রিত ভাবে স্বকীয়তা রক্ষা করে যেই সাংগঠনিক তথা রাজনৈতিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেই পথ ধরতে তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন কংগ্রেস দল নিজেদের মধ্যে থাকা টানা হেচড়া সামলাতে পারেনি। কংগ্রেস নেতৃত্ব জাতিগত বিষয় গুলোকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রযোজনীয়তা ছিল সেটা দেওয়া পরিলক্ষিত হয়নি। অসমের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পর কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাক্ষরিত হওয়া অসম চুক্তি রূপায়নের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি কংগ্রেস বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন অবশেষে নিজের ঘরে ফিরে এসে তিনি উৎফলিত হয়ে উঠেছেন। ছেড়ে আসা দলটির সমালোচনা করে তিনি বলেন যতই কমিটমেন্ট থাকুক টিকেটের বেচাকেনা খেলা কংগ্রেসে রয়েছে। অর্থ না দেওয়ার জন্য তিনি টিকিটের জন্য যোগ্য হলেন না। শুধুমাত্র দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব এক্ষেত্রে জড়িত নন। বরং অসমের মানুষ জড়িত না থাকলে দিল্লি ওয়ালা কালেকশন কিভাবে করবেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে নেতার দুই পাশে থাকা ব্যক্তিরা অধিক তৎপর। কংগ্রেস মিত্র জোটের সঙ্গে কি নিয়ে এগিয়ে যাবে দলটিতে সেটার কোনও পরিকল্পনা কিংবা এজেন্ডা নেই বলে মন্তব্য করেছেন অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সভাপতি অতুল বরা বলেন যুব প্রজন্ম এবং দল ছেড়ে যাওয়া সতীর্থদের জন্য অগপ নিজের দরজা খোলা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে অসম গণপরিষদ দলে যোগদান করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সভাপতি বলেন তার বিশ্বাস এভাবে বর্তমানে যুব প্রজন্ম এবং একসময় দল ছেড়ে যাওয়া সতীর্থরা অগপতে ফিরে আসবেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করা প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈর অভিযোগের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এককালে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈর মুখে বর্তমান অপসংস্কৃতির কথা শোনা যাচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা।

টুকরো খবর

কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ইন্ডি জোটের বেহাল অবস্থার প্রভাবে এবার ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন নয় বরং ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার

দলের কোনো উর্বর মস্তিষ্কের নেতা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা প্রদানের জন্য তাকে নগাঁও থেকে বরপেটা কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত করেছেন বলে মন্তব্য সংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান কংগ্রেসকে রাজ্যের একটি আসনও ছেড়ে দিতেও স্বীকার করেছেন। এরপর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার লালু প্রসাদের দল আরজেডি ত্যাগ করে এনডিএর সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত ইন্ডি জোট ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে এবার ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন নয় বরং ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তাছাড়া এবার গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে দলের কোনো উর্বর মস্তিষ্কের নেতা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা প্রদানের জন্য তাকে নগাঁও থেকে বরপেটা কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন সংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ।

প্রসঙ্গত সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডি জোটের আদলে অসমে ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার

নেতৃত্বে গঠিত হওয়া এই বিরোধী ঐক্য মঞ্চে একদিকে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে অন্যদিকে রয়েছে আম আদমি পার্টি। তাছাড়া নীতিশ কুমার নেতৃত্বাধীন জেডিইউ সঙ্গী দল হিসেবে এই মিত্র জোটে রয়েছে। কিন্তু নীতিশ কুমারের দল সরাসরি ভাবে ইন্ডি জোট ত্যাগ করে এনডিএ এর সঙ্গে চলে যাওয়ার পাশাপাশি জোট ত্যাগ না করলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জোট বিরোধী স্থিতি নিয়েছেন। এবার এর প্রভাব সরাসরি রাজ্যে গঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চে পড়েছে বলে সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৫ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে রাজ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠিত হয়েছিল। এবার জাতীয় পেক্ষাপটে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার জেরে দুই একটি দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক সাময়িক ভাবে সম্বন্ধ ব্যাহত হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বর্তমান বদ্ধ পরিকর যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী শক্তি গুলোকে ফের একবার একত্রিত করতে চেষ্টা করবে। তাছাড়া যেহেতু বিরোধী শক্তি গুলোকে কংগ্রেস ফের একবার একত্রিত করতে চেষ্টা করবে ফলে এই দলগুলো যেভাবেই আক্রমণ করুক সেটা মেনে নেবে কংগ্রেস। ফলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের স্বার্থে প্রত্যেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা মতবিনিময় থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার লালু প্রসাদের দল আরজেডি ত্যাগ করে এনডিএর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অসমের জেডিইউ এর সভাপতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রাখতে চাইছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যেটা বলবেন সেটা মেনে নিতে বাধ্য রাজ্য সভাপতি রিপুন বরা। কিন্তু যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুন বরা বিজেপি বিরোধী স্থিতিতে রয়েছেন ফলে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে তার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। অন্যদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নগাঁও কেন্দ্রের জন্য সাংসদ গৌরব গগৈর নাম আলোচনা চর্চা শুরু হওয়ার পরেই এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন স্থানীয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। তিনি বলেন বারংবার তাকে গৌরব গগৈর কথা জিজ্ঞেস কেন করা হয় সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না। গৌরব গগৈ একইভাবে নগাঁও কেন্দ্রের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রদ্যুৎ বরদলৈ বলেন তিনি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমানের সাংসদ। তিনি বরপেটা থেকে কোনদিনও টিকেট চান নি। ব্যক্তিগত ভাবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও তিনি একমাত্র নগাঁও কেন্দ্র থেকে টিকেট চেয়েছেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। তবে এক্ষেত্রে দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সেই সঙ্গে প্রদ্যুৎ বরদলৈ বলেন দলের কোনো উর্বর মস্তিষ্কের নেতা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা প্রদানের জন্য তাকে নগাঁও থেকে বরপেটা কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বলতে তিনি সাংসদ গৌরব গগৈকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন রাজনীতিতে এইসব চলতে থাকে। একজন অন্য একজনের বিরুদ্ধে রাজনীতি করেন। এইসব তিনি দেখে আসছেন বলে মন্তব্য করেছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের বহু নেতা বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

আবর্জনা সদৃশ্য এজেন্টদের কংগ্রেস ত্যাগ করার আহ্বান সাংসদ আব্দুল খালেকের, হ্যাঁ সংস্থা নেতা তৈরি করার ফ্যাক্টরি বলে মন্তব্য সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অসমের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অব্যাহত রয়েছে দলবদল প্রক্রিয়া। বাধাহীনভাবে একদলের নেতা অন্য দলে যোগদান করছেন। তবে সম্প্রতি রাজ্যে অব্যাহত থাকা দল বদল প্রক্রিয়া সংক্রান্তে সরব হয়ে উঠেছে শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের বহু নেতা বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। একইভাবে আবর্জনা সদৃশ্য এজেঃটদের কংগ্রেস ত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ আব্দুল খালেক। তাছাড়া বিজেপি কংগ্রেস অগপতে দল বদল চলতে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। তিনি বলেন সারা অসম ছাত্র সংস্থা নেতা তৈরি করার ফ্যাক্টরি। উল্লেখ্য মাত্র একদিন আগে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন তরুণ গগৈ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি অঞ্জন দত্তের কন্যা অংকিতা দত্ত। তাছাড়া সারা অসম ছাত্র সংস্থার সারা অসম ছাত্র সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি দীপঙ্কর নাথ, প্রাক্তন উপদেষ্টা প্রকাশ দাস সহ বিভিন্ন জনসংগঠনের কয়েকশ নেতা কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তবে ঠিক একদিন পর এবার কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্রের দায়িত্বে থাকা অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য দলটি ত্যাগ করে অসম গণপরিষদে যোগদান করেছেন। এর কয়েকদিন আগেও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি এবং অগপতে যোগদান অনুষ্ঠান আযোজিত হয়েছে। তাছাড়া এখনো কংগ্রেসের বহু বিধায়কের সঙ্গে অগপ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন দলটির কার্যকরী সভাপতি তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এবার এই সংক্রান্তে মন্তব্য করে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের বহু নেতা বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন কংগ্রেস থেকে কেন প্রায় প্রত্যেকদিন দলীয় নেতাকর্মী বেরিয়ে যাচ্ছেন সেটা প্রত্যেকে জানেন। এমনকি প্রতিদিন কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাকর্মী যোগদান করার জন্য বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছেন। ফলে এটা নিশ্চিত যে এবার কংগ্রেস থেকে আরো বহু বড় বড় নেতা তথা কর্মী দল ত্যাগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৫ তারিখ বিজেপিতে বৃহৎ যোগদান অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের আরো বহু নেতা সেই দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

কংগ্রেসের সাংসদ আব্দুল খালেক একইভাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন দল পরিত্যাগ করে নেতা চলে গেলে স্বাভাবিক ভাবে দলের ক্ষতি হয়। দলের উপর প্রভাব পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন দলের এজেন্ট কিংবা আবর্জনা দলে থাকার তুলনায় তাদের দল ছেড়ে যাওয়া ভালো। দল আবর্জনা মুক্ত হওয়া উচিত। ফলে বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা কংগ্রেসে এজেন্ট রূপে রয়েছেন তাদের দল ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ আব্দুল খালেক। একই বিষয়ে এবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। তিনি বলেন বর্তমান সময়ে নেতারা কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যাচ্ছেন, বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যাচ্ছেন, অগপ থেকে বিজেপি যাচ্ছেন। এটা এক নীতিহীন রাজনীতি। দলবদল করার এই প্রক্রিয়া বর্তমানের নয় বরং বহুদিন থেকে এটা চলছে। এমনকি ছাত্র সংস্থা থেকেও কংগ্রেস এবং বিজেপিতে নেতারা যোগদান করছেন। সারা অসম ছাত্র সংস্থা বর্তমান দুটি দলের জন্য নেতা সৃষ্টি করার সংগঠন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই সংগঠন থেকে হয় কংগ্রেসে যাচ্ছেন না হয় বিজেপিতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আসু নেতা সৃষ্টি করার ফ্যাক্টরি হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার।

চিলগুতে সপ্তাহব্যাপী সনাতন ধর্ম সম্মেলন শুরু, কালাশ যাত্রায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন ভক্তরা

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ চান্ডিল ব্লকের চিলগুতে মঙ্গলবার থেকে সপ্তাহব্যাপী সনাতন ধর্ম সম্মেলনের আযোজন করা হয়েছে, যার সূচনা হল কালশ যাত্রার মাধ্যমে। এখানে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীমদ ভাগবত কথা প্রচারক সমিতি, চিলগু কর্তৃক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার, মহিলাদের দ্বারা কলশ যাত্রা বের করা হয়, যাতে বিপুল সংখ্যক ভক্ত অংশ নেন। মহিলারা সুবর্ণরেখা নদী থেকে জল নিয়ে শহরবেড়া হয়ে চিলগুতে যাত্রা করেন, পরে দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে আযোজিত অনুষ্ঠানস্থলে কলশ স্থাপন করা হয়। কালশ যাত্রার সময় রাধা কৃষ্ণের নামে ভজন কীর্তনও হয়েছিল, যাতে ভক্তরা উৎসাহের সাথে অংশ নেন। পুরো কালাশ যাত্রায় ভক্তরা ভজন ও কীর্তন করতে করতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

আজ হনুমান চালিসা ও মহা আরতি ¯ কাল থেকে শ্রীমদ ভাগবত কথা

চিলগুতে আযোজিত সপ্তাহব্যাপী সনাতন ধর্ম সম্মেলনে শ্রীমদ ভাগবত গল্প পাঠ করা হবে। বুধবার থেকে এখানে শ্রীমদ ভাগবত কথা বলা হবে। যেখানে আজ সন্ধ্যায় হনুমান চালিসা ও মহা আরতি হবে। সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতার পূজাও হবে। এখানে শ্রীমদ ভাগবত কাহিনী বর্ণনা করবেন গল্পকার গিরিধারী শাস্ত্রী মহারাজ যিনি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে এসেছেন। তিনি জানান, মহাযজ্ঞের পাশাপাশি প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শ্রীমদ ভাগবত কথার মূল শ্লোক পাঠ করা হবে। একই সঙ্গে বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সঙ্গীত ও সুরেলা শ্রীমদ্ভাগবত কথা বক্তৃতা হবে। শেষ দিনে শ্রীমদ ভাগবত পরিক্রমা ও ভোগ বিতরণ করা হবে।

নাটকীয় ম্যাচে কোচের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি, দেশে পাঠানো হলো রেকর্ড গোলদাতাকে

ইরাক ঃ ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও ইরাকের বিপক্ষে এশিয়ান কাপে শেষ ১৬'এর ম্যাচে নাটকীয় জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেছে জর্ডান। সে ম্যাচেই প্রধান কোচের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ার পর অন্য এক কোচকে ধাক্কা মেরে শাস্তি পাচ্ছেন হামজা আল দারদুর। জর্ডানের ইতিহাসের রেকর্ড গোলদাতাকে কাতার থেকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল দোহায় পিছিয়ে থেকেও ৩-২ গোলে ইরাককে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে জর্ডান। এর মধ্যে দুটি গোলই জর্ডান করেছে ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ে। তবে দলের দ্বিতীয় গোলটির পরই কোচদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়াতে দেখা যায় আল দারদুরকে। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ডাগআউটে শুরুতে কোচ হুসেইন আম্মুতার সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়ান আল দারদুর। এ সময় ধাক্কাধাক্কিও হয়। দুই পক্ষকে শান্ত করতে এগিয়ে আসেন রেফারিসহ দলের অন্য খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা। ডাগআউটে রাখা আসনে যাওয়ার পথে আরেক কোচের সঙ্গেও বিতণ্ডায় জড়াতে দেখা যায় আল দারদুরকে। এরপর কোচিং স্টাফের আরেক সদস্যকে ধাক্কা মারতে দেখা যায় তাঁকে। এ ম্যাচে না খেললেও রেফারির লাল কার্ডও দেখেন তিনি।

এক বিবৃতিতে জর্ডান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, 'দলের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা ভঙ্গ' করার দায়ে আল দারদুরকে এশিয়ান কাপের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এবারের এশিয়ান কাপে প্রথম রাউন্ডে মালয়েশিয়া ও বাহরাইনের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমেছিলেন জর্ডানের হয়ে ৩৫টি গোল করা আল দারদুর। ২০১৫ সালে এশিয়ান কাপে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে এক ম্যাচেই ৪ গোল করার স্মরণীয় পারফরম্যান্স আছে তাঁর। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি তাজিকিস্তানের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে জর্ডান।

প্লেনে জল ভেবে বোতলে চুমুক দিয়ে হাসপাতালে

আগরতলাঃ খাওয়ার পানি ভেবে একটি বোতলে চুমুক দিয়েছিলেন মায়াঙ্ক আগারওয়াল। এর পর থেকেই গলায় জ্বালাপোড়া এবং পেটব্যথা শুরু। সেটিও বিমানে চড়ে এই অবস্থা। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভারতের রাজ্য দল কর্ণাটকের অধিনায়ককে আজ আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বোতলে ঠিক কী ছিল, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। রঞ্জি ট্রফিতে শুক্রবার রেলওয়ের বিপক্ষে ম্যাচ আছে কর্ণাটকের। এই ম্যাচ খেলতে আজ সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে বিমানে করে সুরাটে যাচ্ছিল কর্ণাটক দল। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, বিমানে কয়েক দফা বমি করার পর মায়াঙ্ককে দ্রুত নামিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর সতীর্থরা অবশ্য গন্তব্যস্থলে গেছেন। ভারতের হয়ে ২১টি টেস্ট ও ৫টি ওয়ানডে খেলা এই ব্যাটসম্যান আপাতত শঙ্কামুক্ত। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার এমন কোনো উন্নতি হয়নি, যা দেখে তাঁর ব্যাপারে এখনো নিরাপদ কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়। চিকিৎসকেরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন এবং কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যাপারে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। তবে রেলওয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি আগারওয়াল সম্ভবত খেলতে পারবেন না। তাঁর আরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে। প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, বেঙ্গালুরুতে ফিরে তাঁকে আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করাতে হবে কি না। ভারতের ঘরোয়া মৌসুমে এ পর্যন্ত দুটি শতক ও একটি অর্ধশতক করেছেন ৩২ বছর বয়সী আগারওয়াল। ৪ ম্যাচে এ পর্যন্ত ২ জয় এবং ১টি করে হার ও ড্র নিয়ে 'সি' গ্রুপে দ্বিতীয় কর্ণাটক। তাঁদের দলের সহ অধিনায়ক নিকিন জোস রেলওয়ের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করবেন।

গোল করে 'ঘাস খেয়ে' লাল কার্ড

ইরাক (ওয়েবডেস্ক) ঃ গোল করে খেলোয়াড়েরা কত রকম উদ্‌যাপনই তো করেন! কেউ জার্সি খুলে ফেলেন। কেউ আবার আনন্দের আতিশয্যে টাচলাইনের বাইরে চলে যান। সীমা লঙ্ঘন করলে রেফারি কার্ড দেখিয়ে শাস্তিও দেন। গতকাল রাতে এশিয়ান কাপের শেষ ষোলোয় ইরাকের বিপক্ষে জর্ডানের ৩-২ গোলে জয়ের ম্যাচে এমন এক ঘটনাই ঘটেছে। গোল উদ্‌যাপন করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইরাকের স্ট্রাইকার আয়মান হুসেইন। তবে শেষ ষোলো থেকে ইরাকের বিদায় ও লাল কার্ড ছাপিয়ে আয়মানের গোল উদ্‌যাপন নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বেশি। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল জর্ডান। কিন্তু বিরতির পর (৬৮ থেকে ৭৬) আট মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে ম্যাচে এগিয়ে যায় ইরাক। ৭৬ মিনিটে করা গোলটি আয়মানের। গোল করেই দৌড়ে মাঠের বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংগুলো একবার পার হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দর্শকদের কাছে যাননি, মাঠে ফিরে টাচলাইনের কাছাকাছি বসে ঘাস খাওয়ার ভঙ্গি করেন। এই একই উদ্‌যাপন জর্ডানের খেলোয়াড়েরাও করেছেন প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে গোল পাওয়ার পর। সংবাদমাধ্যম 'দ্য অ্যাথলেটিক' জানিয়েছে, জর্ডানের খেলোয়াড়েরা তাঁদের দেশের জাতীয় খাবার 'মানসাফ' খাওয়ার ভঙ্গিতে গোল উদ্‌যাপন করেছেন। জর্ডানের খেলোয়াড়েরাও গোলের পর ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিতে উদ্‌যাপন করেন

জর্ডানের খেলোয়াড়েরাও গোলের পর ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিতে উদ্‌যাপন করেনইউটিউব থেকে নেওয়া

আয়মান কয়েক সেকেন্ড এভাবে গোল উদ্‌যাপন করার পর উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের অর্ধে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রেফারি আলিরেজা ফাগহানি তাঁকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ১০ জনে পরিণত হওয়া ইরাকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ম্যাচের যোগ করা সময়ে ২ গোল করে জয় তুলে নেয় জর্ডান। শেষ বাঁশি বাজার পর জর্ডান দল মাঠে ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিতে জয় উদ্‌যাপন করেছে। ইরাক কোচ জেসাস কাসাসও ছেড়ে কথা বলেননি। রেফারির সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান। কাসাস বলেন, 'লাল কার্ডটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। যেকোনো বড় টুর্নামেন্টেই খেলোয়াড়েরা গোল উদ্‌যাপন করে। রেফারি এ জন্য লাল কার্ড দেখাতে পারেন না। জর্ডানও একইভাবে উদ্‌যাপন করেছে কিন্তু তাদের কোনো কার্ড দেখানো হয়নি, সেটা আমরা দেখেছি।' এশিয়ান কাপে এবার ইরাকের ৪ ম্যাচে ৬ গোল করেছেন আয়মান। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচই জিতে শেষ ষোলোয় উঠে এসেছিল ইরাক। ইরানি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান রেফারি আলিরেজা ফাগহানি এশিয়া মহাদেশে সম্মানিত রেফারিদের একজন। ২০০৮ সাল থেকে তিনি ফিফার তালিকাভুক্ত আন্তর্জাতিক রেফারি। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল, এএফসি এশিয়ান কাপ ফাইনাল, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনাল, ২০১৬ অলিম্পিক ফুটবল ফাইনাল, ফিফা কনফেডারেশনস কাপ ছাড়াও ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন ফাগহানি। ২০১৯ সাল থেকে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় থিতু হয়েছেন। ইরাকের হারের পর অনলাইনে তাঁর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে পিটিশন চালু করা হয়েছে। তবে ফুটবল অস্ট্রেলিয়া (এফএ) ফাগহানির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, 'ফুটবল অস্ট্রেলিয়া আলিরেজার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছে এবং তার পরিবারকে প্রয়োজনীয় সব সমর্থনই দেবে।'

১ মিনিটের বিজ্ঞাপনে মেসির আয় ১৫৩ কোটি টাকা

আর্জেন্টাইনঃ লিওনেল মেসি যেখানেই যান, সেখানেই প্রচারের আলো। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞাপনেও প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন মেসি। আর্জেন্টাইন এই তারকা ইংটার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল। এবার যুক্তরাষ্ট্রের এনএফএলের (ন্যাশনাল ফুটবল লিগ) চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ 'সুপারবোল'ও মেসির খ্যাতিকে কাজে লাগাতে চলেছে। এবারই প্রথম সুপারবোলের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছেন মেসি। ১ মিনিটের সেই বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার (১৫৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা) আয় করবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের বরাত দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম লা নাসিওন।

সম্প্রতি মেসি মিশেলব আলট্রা নামে একটি বিয়ারের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছেন। এই ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি লাস ভেগাসের অ্যালেজায়ান্ট স্টেডিয়ামে ন্যাশনাল ফুটবল লিগে (এনএফএল) সুপারবোলের বিরতির সময় দেখানো হবে। মিশেলব আলট্রা সম্প্রতি বিজ্ঞাপনের জন্য বিশ্বের নামীদামি তারকাদের নিয়ে আসতে শুরু করেছে। গত বছর তাদের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছিলেন টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপজয়ী নারী ফুটবলার অ্যালেক্স মরগান, গ্র্যান্ড স্লামজয়ী বক্সার কানসেলো আলভারেজসহ ক্রীড়াজগতের বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ। ব্র্যান্ডটি প্রতি ৩০ সেকেন্ড বিজ্ঞাপনের জন্য ৭০ লাখ ডলার (৭৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকা) দিয়ে আসছে। সে হিসাবে মেসি ৬০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে পেতে যাচ্ছেন এর দ্বিগুণ অর্থ। মিশেলব আলট্রা মূলত অ্যানহাইজারবুশ কোম্পানির মালিকানাধীন। প্রতিষ্ঠানটিতে মেসির অংশীদারত্ব আছে। বিশ্বজুড়ে সুপারবোলের গড় দর্শক ১০ কোটি। খেলাটির জনপ্রিয়তার সঙ্গে মেসির তারকাখ্যাতি বিজ্ঞাপনটিকে আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিশেলব আলট্রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পেজগুলোয় এরই মধ্যে মেসির বিজ্ঞাপনের একাধিক টিজার প্রকাশ করেছে। ১৫ সেকেন্ডের একটি টিজারে দেখা যাচ্ছে, সাগরপাড়ে ফুটবল খেলছেন মেসি। কয়েকজনকে ড্রিবল করে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। পাশে থাকা পর্যটকেরা তাঁর খেলা মুগ্ধতাভরে দেখছেন।

আলাদাভাবে ৫ সেকেন্ডের আরেকটি টিজার প্রকাশ করেছে মিশেলব আলট্রা। সেখানে একটি কুকুরের সঙ্গে খেলতে দেখা যাচ্ছে মেসিকে। এই ভিডিওর ক্যাপশনে মিশেলব আলট্রা লিখেছে, 'বন্ধুদের সঙ্গে বিচ সকার খেলা দারুণ ব্যাপার। কিন্তু সেরা বন্ধুদের নিয়ে খেলা আরও ভালো ব্যাপার। গোট (সর্বকালের সেরা) বনাম কুকুর।' ১৫ সেকেন্ডের অন্য এক টিজারে দেখা যাচ্ছে, সাগরপাড়ের একটি দোকানে গিয়ে এক নারী দোকানির কাছে মিশেলব আলট্রা ব্র্যান্ডের বিয়ার চাচ্ছেন মেসি। মেসির চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটির চাহনিতে ফুটে ওঠে লাজুক হাসি।

প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন বিভাগের সহসভাপতি রিকার্দো মার্কেস বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, 'মেসিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর আমরা তাঁর যে ক্ষমতা ও প্রভাব দেখেছি, তিনি এখন বিশ্ব ফুটবল ছাড়িয়ে সবকিছুতেই সাংস্কৃতিক আইকন। তিনি মাঠে যে শৈল্পিকতা নিয়ে হাজির হন, সেটা সব পেশাজীবীকে মাঠে নিয়ে আসে। এ কারণেই আমরা তাঁকে (আমাদের বিজ্ঞাপনে) নিয়ে রোমাঞ্চিত।'

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১'এর বদলে ৩১শে জানুয়ারি ১৯৭২'এ যে কারণে মুক্ত হয়েছিল ঢাকার মিরপুর

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের একেবারে শেষ দিকের ঘটনা এটি।

বাংলাদেশর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানী এবং একেএম শফিউল্লাহ একদিন দুপুরে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যান।

সেখানে তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন অবস্থান করছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন মইনুল হোসেন চৌধুরী। তিনি পরবর্তীতে মেজর জেনারেল হিসেবে সামরিক বাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন এবং ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রয়াত মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী তার এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক বইতে তিনি বর্ণনা করেন, ওসমানী আমাকে বলেন, বিহারী, রাজাকার ও তাদের সহযোগীদের গ্রেফতারের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী মিরপুর ১২ নং সেকশনে যাবে।পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগীদের একটা লিস্টও তারা তৈরি করেছে। তিনি পুলিশকে সৈন্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন।

জেনারেল ওসমানীর আদেশ পেয়ে, তৎকালীন ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের (পরে মেজর জেনারেল এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) নেতৃত্বে সৈন্যদের মিরপুরে পাঠানো হয়।

ঢাকার বাসিন্দারা তখন বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হলেও শহরের উপকণ্ঠে মিরপুর তখনো 'স্বাধীন' হয়নি। বিষয়টি তখন এরকম ছিল যে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই সেটিকে স্বাধীন বাংলাদেশে 'এক টুকরো পাকিস্তান' হিসেবে বর্ণনা করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ৪৫ দিন পরে ঢাকার উপকণ্ঠে মিরপুর 'শত্রু মুক্ত' হয়েছিল তীব্র এক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। বিহারীদের সাথে সে যুদ্ধে ৪৮জন সেনা সদস্য এবং ৫৩ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

মিরপুর মুক্ত হতে দেরি হলো কেন?

ঢাকার মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় বিহারী এবং উর্দুভাষী মানুষ বেশি বসবাস করতো।

এদের মধ্যে মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকতো উর্দুভাষীদের শিক্ষিত, বড় ব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবী শ্রেণী। অপরদিকে মিরপুরে বসবাস করতো উর্দুভাষীদের মধ্যে যারা শ্রমিক শ্রেণীর। ঢাকার মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর ছাড়াও দেশের আরো কয়েকটি জায়গায় উর্দুভাষী জনগণের বসবাস ছিল। এর মধ্যে রয়েছে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর, খুলনার খালিশপুর, চট্টগ্রামের হালিশহর ও পাহাড়তলি। ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে আসা বিহারী মুসলমানদের জন্য মিরপুরের আবাসিক এলাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। মেজর জেনারেল (অব.) মুহাম্মদ ইব্রাহিম তার 'সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর' বইতে লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানরা বিনা দ্বিধাতেই পাকিস্তানকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের অনেক যুবক রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পাক কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে প্রচুর অস্ত্র বিতরণ করে।

কিন্তু যুদ্ধ যতো শেষের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বিহারীদের মাঝে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছিল। যুদ্ধ পরবর্তী ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠে বিহারীরা।

মিঃ ইব্রাহিম তাঁর বইতে উল্লেখ করেন, তাদের উপর মুক্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে যদি কোন আক্রমণ আসে তা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সশস্ত্র ও সংগঠিত করে তোলে।

প্রয়াত মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী, যুদ্ধের সময় বাঙালি ইপিআর, আর্মড পুলিশ এবং পুলিশ সদস্যরা পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণে নিহত কিংবা পালিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার কারণে প্রায় ২০ হাজার বিহারীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করা হয়। এছাড়া ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পন করলেও বিহারীদের নিয়ে গঠিত সিভিল আর্মড ফোর্স আত্মসমর্পণ করেনি। উপরন্তু তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিরপুরে আশ্রয় নেয়।

এছাড়া পাকিস্তানী বাহিনী যখন পিছু হটছিল তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী বিহারীরা মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন জেনারেল মইনুল হোসেন।

স্বাভাবিকভাবেই মিরপুর হয়ে ওঠে বিহারীদের শক্ত ঘাটি।

১৬ ডিসেম্বর থেকেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ভারতীয় বাহিনী। ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকার দায়িত্বে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্টের।

তখন মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে ভারতীয় বাহিনীর ১০০০ সৈন্য ছিল, যারা ১০ বিহার রেজিমেন্ট হিসেবে পরিচিত ছিল। ভারতীয় বিহার রেজিমেন্টের সৈনিকদের সাথে বিহারীদের ভাষা ও সংস্কৃতির মিল ছিল। এ দুটো জায়গায় ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান থাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিংবা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা এসব জায়গা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঢাকা শহরে ঢোকেন মোখলেসুর রহমান। তখন তিনি ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য, যিনি পরবর্তীতে ওয়ারেন্ট অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেয়া হচ্ছিল। কিন্তু টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর কাছ থেকে তখনো অস্ত্র জমা হয়নি।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার একমাস পরে কাদের সিদ্দিকীর কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিয়ে পাঠানো হয় একটি দলকে।

আমরা অর্ডার পাইলাম টাঙ্গাইল যাওয়ার জন্য। কাদের সিদ্দিকীর কাছে গেলাম। তখন কাদের সিদ্দিকী বললো, আমরা বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কারো কাছে অস্ত্র জমা দেবনা, বলেন মোখলেসুর রহমান। তখন কাদের সিদ্দিকী বললেন যে মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরে বিহারীরা কোন অস্ত্র জমা দেয় নাই। সে অস্ত্র আপনার রিকভার করেন, তারপর আমাকে স্মরণ কইরেন মিঃ সিদ্দিকী এ কথা বলার পর সবার নজর গেল মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরের দিকে।

তখন বিষয়টা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হলো। মোখলেসুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী, পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২৪শে জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশ দেন যে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের সমন্বয়ে একটি দল গিয়ে মিরপুরে অস্ত্র জমা নেবে। সে সময় সবাই ঈদ উল আযহা উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ২৬শে জানুয়ারি ঈদ থাকায় ২৭শে জানুয়ারি মিরপুরে যাবার সিদ্ধান্ত হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৭শে জানুয়ারি বিকেলে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং পুলিশ সদস্যরা মিরপুরের প্রবেশ মুখে অবস্থান নেয়।

এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট।

মিরপুরের যেসব জায়গায় ভারতীয় সৈন্যরা ছিল সেসব জায়গা পরিদর্শন করে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অণুরোধে ভারতীর সৈন্যরা সেখান থেকে সরে আসেন। তখন মিরপুরের দায়িত্ব নেয় দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট।

মোখলেসুর রহমান বলেন, বিহার রেজিমেন্টকে ধোঁকা দিয়ে রাখছে বিহারীরা। যেহেতু একই ভাষার লোক। তাদেরকে ভুলায়া রাখছে। তিনি বলেন, মিরপুরের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করতে পারেনি ভারতীয় সৈন্যরা।

তারা (ভারতীয় বাহিনী) আমাদেরকেও ভুল ইনফরমেশন দিছে। আমরা যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তখন তারা বলছে যে দুইচারটা অস্ত্র থাকতে পারে, রাতে গোলাগুলির আওয়াজ হয় প্রতিদিনই। সেটা ব্যাপক নয়। আপনারা চাইলেই তারা অস্ত্র দিয়ে দেবে।

জহির রায়হান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সুপরিচিত চলচ্চিত্র পরিচালক। বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের মাত্র দুইদিন আগে জহির রায়হানের ভাই সাংবাদিক শহিদুল্লাহ কায়সারকে ঢাকার বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় আলবদর বাহিনী।

জহির রায়হানের বিশ্বাস ছিল তার ভাই শহিদুল্লাহ কায়সারের খোঁজ হয়তো মিরপুরে পাওয়া যাবে। সেজন্য ১৬ই ডিসেম্বরের পরে জহির রায়হান মিরপুরে যেতে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শরণাপন্ন হন।

তখন সেখানে উপস্থিত হন চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান। মোখলেসুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আরো তিনজন সহযোগী নিয়ে জহির রায়হান সেখানে উপস্থিত হন।

জহির রায়হান আমাদের বললো যে শহিদুল্লাহ কায়সার মিরপুরে আছে। তাকে খুঁজতে আমরা আপনাদের সাথে যাব, বিবিসিকে বলছিলেন মোখলেসুর রহমান।

তখন দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল মিরপুরের প্রবেশদ্বার টেকনিক্যাল নামক জায়গায়। এটি কল্যাণপুর পার হয়ে মিরপুরে ঢোকার মুখে।

দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের তরফ থেকে শুধু জহির রায়হানকে তাদের সাথে নিতে সম্মত হয়। বাকিদের ফেরত পাঠানো হয়।

তখন ঢাকার পুলিশ সুপার জিয়াউল হক লোদির গাড়িতে চড়েন জহির রায়হান। মিরপুর অভিযানে মিঃ লোদিও নিহত হন।

মোখলেসুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী, ৩০শে জানুয়ারি বেলা ১১টার দিকে বিহারীরা যখন অতর্কিতে গুলি চালানো শুরু করে তখন গুলিতে জহির রায়হান নিহত হন।

মিঃ রহমান বলেন, মিরপুর ১২নং পানির ট্যাংকের কাছে তিনি জহির রায়হানের গুলিবিদ্ধ দেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন।

একই ভাষ্য পাওয়া যায় মিরপুর অভিযানের নেতৃত্বে থাকা মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী বই থেকে।

তিনি লিখেছেন, প্রাথমিক তদন্তের সময় সাড়ে ১১ নং সেকশনে মোতায়েন সৈন্যদের কয়েকজন জানান, সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দশটার দিকে তাঁরা হালকা পাতলা গড়নের একজন বেসামরিক লোককে সাড়ে ১১ এবং ১২ নং সেকশনের মাঝামাঝি রাস্তায় হাঁটতে দেখেন জহির রায়হানের ছবি দেখার পর সৈন্যদের কয়েকজন ওই রকম গড়নের একজনকে সেখানে দেখেন বলেও জানান।

জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী ভাষ্যমতে, বিহারীদের অতর্কিত আক্রমণে জহির রায়হানও নিহত হন। তবে ঠিক কোন জায়গায় নিহত হয়েছেন সেটি কখন কেউ বলতে পারেনি বলে তিনি লিখেছেন।

জেনারেল চৌধুরীর ভাষ্যে বলা হয়, নিহত ৪২ জন সেনা সদস্যদের মধ্যে তিন চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। জহির রায়হানসহ বাকি কারো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। ৩০শে জানুয়ারি রাতেই সম্ভবত বিহারীরা সেগুলো সরিয়ে ফেলে।

২৯শে জানুয়ারি মিরপুরে কারফিউ জারি করা হয়।

দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট যখন মিরপুর অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখনো তারা ধারণা করতে পারেননি যে তাদের সামনে কতটা কঠিন প্রতিরোধ অপেক্ষা করছে।

সকাল সাতটায় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নেয়।

পুলিশ এবং সেনা সদস্যরা মিরপুর ১২ নম্বর পানির ট্যাংক এলাকায় অবস্থান নেন। সে অভিযানে অংশ নেয় দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮৬ জন সৈন্য এবং ৬৩ জন পুলিশ সদস্য। সে অভিযানে অংশ নেয়া সেনা সদস্য মোখলেসুর রহমান বলেন, আমরা ওখানে গিয়ে পজিশন নিলাম। পুলিশ মাইকিং করে বললো,যাদের কাছে অস্ত্র আছে জমা দাও।

বিহারী এলাকা নিরস্ত্র করার জন্য অভিযান হতে পারে, এমন আশংকার কারণে সেখানকার প্রতিটি ঘরের দেয়ালে ছিদ্র করে অস্ত্র তাক করে রাখে বিহারীরা। বেলা এগারোটার দিকে আকস্মিকভাবে একযোগে গুলি আসতে থাকে বিহারীদের বাড়ি থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যায় সেনা এবং পুলিশ সদস্যরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা এবং পুলিশ সদস্যদের যোগাযোগের জন্য ওয়্যারল্যাস সিস্টেম ধ্বংস করে ফেলে বিহারীরা।

আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং আমাদের কমান্ড লেবেলের বেশিরভাগ আহত নিহত হয়ে গেলেন।

সেনা এবং পুলিশ সদস্যদের উপর বিহারীরা এমনভাবে চাড়াও হলো যে পরিস্থিতি মোকাবেলা তাদের জন্য কঠিন হয়ে গেল। ৩০ শে জানুয়ারি বেলা এগারোটা থেকে শুরু করে ৩১শে জানুয়ারি সকাল ১০টা পর্যন্ত একটানা গোলাগুলি চলে। এসময় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিহারীরা। সন্ধ্যার পর থেকে শক্তি বৃদ্ধি করে সেনাবাহিনী। এসময় তারা মর্টার ও আর্টিলারি ব্যবহার করে বলে জানান মোখলেসুর রহমান। মোখলেসুর রহমান বলেন, ৩১ তারিখ একটা ভয়াবহ যুদ্ধ হইছে যেটা অকল্পনীয়। নয় মাসের যুদ্ধে এটা আমরা কখনো ফেস করি নাই কোথাও। তীব্র যুদ্ধের পর ৩১শে জানুয়ারি সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আত্মসমর্পন করে বিহারীরা। সেদিন ১১ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার করা হয় বিহারী অধ্যুষিত এলাকা থেকে।

টুকরো খবর

'সরকার মামলা করেনি বলে যে বক্তব্য দিচ্ছে, তা সত্য নয়' বললেন অধ্যাপক ইউনূস

ঢাকা ঃ সরকার অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেনি বলে যে বক্তব্য দিচ্ছে, তা সত্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ। রোববার সকালে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা মামলায় আপিল এবং জামিনের জন্য আদালতে যান অধ্যাপক ইউনূস। সেখানেই সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। তার আগে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল মামলার রায় চ্যালেঞ্জ করে অধ্যাপক ইউনূসসহ চার জনের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে এবং শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার জনকে স্থায়ী জামিন দেয়। একই সঙ্গে আগামী তেসরা মার্চ আপিল বিষয়ে পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করে আদালত। এর আগে পহেলা জানুয়ারি অধ্যাপক ইউনূসসহ চারজন আসামিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করে সাজা দেয় আদালত। আরেক ধারায় ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়াও শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করা, ছুটি সংক্রান্ত সব বিষয় পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সমাধান করতে নির্দেশ দেয় শ্রম আদালত। আদালত বলেছে, অধ্যাপক ইউনূসসহ অন্যদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এর আগে ২৩শে জানুয়ারি অধ্যাপক ইউনূসকে 'ক্রমাগত হয়রানি' বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ১২জন সেনেটর। দেশটির ইলিনয় রাজ্যের সেনেটর রিচার্ড জে. ডারবিন ও ইন্ডিয়ানার সেনেটর টড ইয়ংসহ সেনেটের ১২জন সদস্য স্বাক্ষরিত চিঠিতে আহ্বান জানানো হয়, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্রমাগত হেনস্তা এবং আরও বিস্তৃতভাবে আইন ও বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে সরকারের সমালোচকদের টার্গেট করা হচ্ছে তা বন্ধ করার আহ্বান জানাতে আপনার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) কাছে এই চিঠি লেখা হচ্ছে। রোববার ঢাকার শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা মামলার রায় চ্যালেঞ্জ করে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে। এই মামলায় অধ্যাপক ইউনূস ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন, আশরাফুল হাসান, নুরজাহান বেগম এবং মো. শাহজাহান। ট্রাইব্যুনাল আজ নিম্ন আদালতের রায় স্থগিত করে আপিল শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই চার জনের স্থায়ী জামিন দিয়েছে। শুনানির পর অধ্যাপক ইউনূস সাংবাদিক সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, আরেকটা জিনিস পরিস্কার করি..এটা আমার বলা দরকার। সরকার বার বার বলতেছে, সর্বোচ্চ জায়গা থেকে বলতেছে যে, এই মামলাটা সরকার করেনি। কিন্তু সেটা সত্য নয়। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা তো সাক্ষী...মামলা সরকার করছে, না শ্রমিক করছে! অধ্যাপক ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন, আপনারা বলেন, ...এইটা মিথ্যা কথা। এইটা ঠিক না। কলকারখানা অধিদপ্তর সরকারেরই প্রতিষ্ঠান। মামলা সরকার করেছে, শ্রমিকেরা করেনি। অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, তিনি তিন শূন্যের পৃথিবী গড়তে চান - ক্ষতিকর কার্বন নির্গমন, দারিদ্র ও সম্পদের অসম বন্টনমুক্ত পৃথিবী গড়তে চান। এর বাইরে অন্যসব (মামলা বা সাজা) বিষয় ছোটখাটো ব্যাপার, তিনি মন্তব্য করেন। এর আগে চলতি বছরের প্রথম দিন যখন এ মামলার রায় হয়, অধ্যাপক ইউনূস বলেছিলেন, যে দোষ আমরা করি নাই, সেই দোষের উপরে শাস্তি পেলাম। এটা আমাদের কপালে ছিল, জাতির কপালে ছিল, আমরা সেটা বহন করলাম। এ বছরের প্রথম দিন বাংলাদেশে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার জনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ঢাকার তিন নম্বর শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এ রায় ঘোষণা করেন। আদালত বলেছে, মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্যদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। রায়ের দিন অধ্যাপক ইউনূসসহ অন্য অভিযুক্তরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বহুল আলোচিত এই মামলার পর্যবেক্ষণে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। মামলার আরেকটি ধারায় তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে মোট ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। তবে, রায় অনুযায়ী কারাদণ্ড হলেও এখন কারাগারে যেতে হবে না ড. ইউনূসকে। সাজা ঘোষণার সাথে সাথেই আসামিদের আইনজীবী জামিন আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে আদালত। পরবর্তী এক মাসের মধ্যে আপিল করার শর্তে পাঁচ হাজার টাকার বন্ডে জামিন আবেদন করা হয়। এক মাসের মধ্যে আসামিদের শ্রম আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করার নির্দেশনা দেয় আদালত। রায় ঘোষণার দিন অধ্যাপক ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের বলেছেন, ''আমরা এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। লেবার কোর্টের ইতিহাসে এত তাড়াতাড়ি ড. ইউনূসের মামলার শুনানির জন্য ১০টি ডেট দেয়া হয়েছে। নিজেরা তড়িঘড়ি, ইতিহাস ব্রেক করে, সাড়ে আটটা পর্যন্ত ইতিহাস ব্রেক করে, শুনানি করে আজকের এই রায় ঘোষণা করা হয়েছে।'' অন্যদিকে, রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে কলকারখানা অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান বলেন, ''আমরা অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছি। প্রত্যাশিত রায় পেয়েছি। আমরা মনে করি, প্রতিষ্ঠান মালিকরা এখন সতর্ক হবে। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। আইন লঙ্ঘন হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'' শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের নয়ই সেপ্টেম্বর মামলাটি করেছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ মামলার অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, অনিয়মের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সংরক্ষিত লভ্যাংশের পাঁচ শতাংশ না দেয়া এবং ১০১ জন শ্রমিকের চাকরি স্থায়ী না করা। এছাড়া গণছুটি না দেয়া, শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল এবং অংশগ্রহণ তহবিল গঠন না করাও এই মামলার অন্যতম অভিযোগ। এর আগে ২০২৩ সালের জুন মাসে মামলার অভিযোগ গঠন করা হয়। পক্ষে বিপক্ষে শুনানির পর ২৪শে ডিসেম্বর রায়ের জন্য পহেলা জানুয়ারি তারিখ নির্ধারণ করে আদালত। এ মামলায় চারজন আসামির পক্ষে আদালতে লিখিত বক্তব্য দেয়া হয়। এতে বলা হয়, গ্রামীণ টেলিকম যেসব ব্যবসা পরিচালনা করে, সেগুলো চুক্তিভিত্তিক। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তা নবায়নের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। যেহেতু এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাই সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
31:01:2024

বাংলাদেশ রিজার্ভ সংকটে পড়লে চীন 'পাশে থাকবে' কীভাবে?

ঢাকা ঃ ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গত বেশ কয়েকমাস যাবত বলে আসছেন যে বাংলাদেশ রিজার্ভ সংকটে পড়লে চীন পাশে দাঁড়াবে। চীনের রাষ্ট্রদূত গত কয়েকমাসে এ কথা একাধিকবার বলেছেন, যেটি সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে। কয়েকদিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সাথে বৈঠকের পর চীনের রাষ্ট্রদূত আবারো একই কথা বলেছেন। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপের মুখে পড়েছে। গত দেড় বছরের বেশি সময় যাবত রিজার্ভ ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের আশংকায় সরকারের দিক থেকে ডলার সাশ্রয়ের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময় বলে আসছে যে পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে। বাংলাদেশে রিজার্ভ সংকট হলে চীন কিভাবে সহায়তা করতে পারে? চীন কেন এ ধরণের সহায়তার কথা বলছে? এসব নিয়ে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আরো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাভাবে সহায়তার ক্ষেত্রে চীনের অংশগ্রহণ অনেক পুরনো বিষয়। অনেক দেশ চীনের কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে তাদের নানা উন্নয়ন প্রকল্প যেমন বাস্তবায়ন করেছে, তেমনি বাজেট সহায়তার জন্যও ঋণ নিয়েছে।

ইমরান খানকে দশ বছরের জেল দিয়েছে পাকিস্তানের আদালত

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ১০ বছরের জেল দিয়েছে দেশটির আদালত। দেশের গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে এই রায় দেওয়া হয়।

মি. খানকে ২০২২ সালে তার বিরোধীপক্ষ ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ইতোমধ্যে তিন বছরের কারাদণ্ডও ভোগ করছেন তিনি। তবে, সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে 'অফিসিয়াল গোপনীয়তা রক্ষা আইনের অধীনে মি. খানের বিরুদ্ধে এই রায় দেওয়া হলো।

মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল পাকিস্তানের বিশেষ আদালতে। সেখানেই ইমরান এবং তার দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের (পিটিআই) সহসভাপতি শাহ মেহমুদ কুরেশিকেও ১০ বছরের জেল দেয়া হয়।

ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের ইসলামাবাদে পাঠানো একটি গোপন কূটনীতিক বার্তার কারণেই কথিত এই সাইফার মামলাটি দায়ের করা হয়েছিলো। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের প্রমাণ হিসেবে একটি তারবার্তা ফাঁস করতে চেয়েছিলেন বলে মামলায় অভিযোগ আনা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা বলছে, ওই তারবার্তার মাধ্যমে ইমরান প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে।

গত ১৩ ডিসেম্বর ইমরান ও কুরেশিকে দ্বিতীয়বারের মতো অভিযুক্ত করা হয়। এরপর অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে গত মাসে আদিয়ালা কারাগারে নতুন করে মামলার কার্যক্রম শুরু করেন বিশেষ আদালত।

আদালতে প্রসিকিউশন বলছে, ইমরান খানের এই কর্মকাণ্ড একদিকে যেমন কূটনীতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নথি ফাঁসের অপরাধও। যে কারণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে তাকে। বর্তমানে আদিয়ালা কারাগারে রয়েছেন মি. খান। গত আগস্ট মাস থেকে সেখানেই বিশেষ আদালত বসিয়ে এই মামলার শুনানি চলছিলো। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, এই মামলার বিচারককে বলা হয়েছে মামলা কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে।

শতাধিক মামলা হয়। সেনাসদর দপ্তরে হামলাসহ ২০২৩ সালের ৯ মের সহিংসতার ঘটনায় তাকে কমপক্ষে ১২টি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

২০২৩ সালের মে মাসে ইমরান খানকে গ্রেফতারের পর, তিনি নাটকীয়ভাবে মুক্তিও পেয়ে যান, কিন্তু সেটা ছিল একেবারেই ভিন্ন এক রাজনৈতিক পরিবেশে। কিন্তু একই বছর ৫ই অগাস্টের তিনি গ্রেফতারের পর প্রতিক্রিয়া একেবারেই বিপরীতধর্মী ছিল।

ইমরান খানের প্রথমবার গ্রেফতার হওয়ার প্রতিবাদে পেশাওয়ার থেকে করাচি পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল বিভিন্ন ভবনে ও গাড়িতে। এমনকি তার সমর্থকরা সামরিক বাহিনীর স্থাপনাতেও হামলা চালিয়ে ছিল।

কিন্তু সবশেষ যেদিন (৫ আগস্ট) গ্রেফতার হলেন সেই শনিবার রাত পাকিস্তানের অন্যান্য সাধারণ রাতের চেয়ে কোনোভাবেই আলাদা ছিল না। ইমরান খানের মতো আরো অনেক পাকিস্তানি নেতাকে এর আগে কারাগারে যেতে হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন নওয়াজ শরীফ, বেনজির ভুট্টো এবং সামরিক একনায়ক পারভেজ মুশাররফসহ আরো অনেকে।

ইমরান খান নিজেও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তারই বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা প্রায়শই বলে থাকেন যে দেশটির বিচার ব্যবস্থাকে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

মি. খানের দল পিটিআই বলছে, তারা আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করবে। এটিকে একটি উপহাসের রায় বলেও আখ্যা দেন তারা।

তোশাখানা মামলায় ইমরান খানকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পাকিস্তান পুলিশ। তারপর থেকে জেলেই রয়েছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছে পাকিস্তানের আদালতে।

এরই একটি ছিল এই মামলাটি যার রায়ে মঙ্গলবার ইমরানকে ১০ বছরের জেলের সাজা শোনাল আদালত।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ইমরান খানের দল পিটিআইকে প্রচারণায় বাধা দেয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে অনাস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য হন ইমরান খান। এরপর তার বিরুদ্ধে একে একে

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের পেছনে সক্রিয় শক্তিধর জোটগুলো কারা?

দুবাই ঃ ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়াটা মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে অস্থির সময়ের সূচনার ইঙ্গিত ছিল।

এই যুদ্ধ ছাড়াও, এই এলাকায় গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন সংঘাত দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লেবাননে ইসরায়েল ও হেজবুল্লাহর মধ্যকার সংঘর্ষ, ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহী ও পশ্চিমা মিত্রশক্তিগুলোর মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা, ইরাক, সিরিয়া এবং পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে ইরানের অভিযান এবং ইরানপন্থী কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং তাদের মিত্রদের টার্গেট লক্ষ্য করে অভিযান।

সংঘাতের এই একাধিক উৎসের কারণে শঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে, এগুলো আসলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবে কিনা এবং প্রথাগত আঞ্চলিক ক্ষমতাধর জোটের পরিবর্তন ঘটাবে কিনা। একদিকে আরব বিশ্ব ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, এবং অন্যদিকে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যার নেতৃত্বে আছে ইরান ও সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়গুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু বিবিসি মুন্ডোকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একমত প্রকাশ করে বলেছেন, বর্তমানে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তির তুলনায় এই এলাকা সাময়িক রাজনৈতিক ও সামরিক জোটের কারণে বেশি উত্তেজিত।

ইরান ও অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠী

গত ১৫ ও ১৭ই জানুয়ারির মধ্যে মাত্র তিন দিনে ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তানের বিভিন্ন লক্ষ্যে অভিযান চালিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইরান।

যদিও ইরান সুনির্দিষ্ট টার্গেট লক্ষ্য করেই হামলা চালিয়েছে যেমন, ইরাকে সম্ভাব্য ইসরায়েলি গোয়েন্দা ঘাঁটি এবং সিরিয়া ও পাকিস্তানে বিরোধী ইসলামি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে হামলা, তারপরও বিশ্লেষকরা এই হামলাকে অস্থির সময়ে ইরানের শক্তি প্রদর্শনের প্রয়াস হিসেবে দেখছেন।

তেহরান যদিও বার বারই বলেছে যে, তারা বড় কোনো দ্বন্দ্বে জড়াতে চায় না, তারপরও সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে ইরান, সিরিয়া ও সমমনা আন্দোলনের তথাকথিত অনানুষ্ঠানিক সামরিক জোট হিসেবে পরিচিত 'এক্সিস অব রেজিসট্যান্স' বা প্রতিরোধ অক্ষের তৎপরতা বেড়ে গেছে। এই 'এক্সিস অব রেজিসট্যান্স'এ রয়েছে লেবাননের হেজবুল্লাহ ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের হামাস ও অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। বিবিসি পার্সিয়ান সার্ভিস এই আদর্শকে স্পষ্টভাবে আমেরিকা বিরোধী এবং ইসরায়েল বিরোধী হিসেবে উল্লেখ করে। গত অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এদের সবাই কম বা বেশি মাত্রায় ইসরায়েলি কিংবা দেশটির মিত্রদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

এলকানো রয়াল ইন্সটিটিউটের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হাইজাম আমিরাহফার্নান্দেজ বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, 'এক্সিস অব রেজিসট্যান্স' এর সাথে ইরানের যে জোট তা এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি জোটগুলোর মধ্যে একটি। লন্ডন ভিত্তিক এসওএএস মিডল ইস্ট ইন্সটিটিউটের পরিচালক লিনা খাতিব বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, ইরান ও এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জোটের শুরু হয় ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিজেদের দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার অসন্তুষ্টি থেকে এই গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব হয়েছিল। আর ইরান নিজের আঞ্চলিক প্রভাব বাড়ানোর উপায় হিসেবে এই গোষ্ঠীগুলোকে ব্যবহার করে। ২০২০ সালে বিবিসি মুন্ডোতে প্রকাশিত পার্সিয়ান সার্ভিসের সাংবাদিক কায়ভান হোসাইনির এক লেখায় উল্লেখ করা হয় যে, এই সব গোষ্ঠী ইরানের কাছ থেকে সামরিক রসদ, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত সমর্থন পেয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালক মিশেল কুগেলম্যান বলেন, এখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিও ভুলে গেলে চলবে না। কারণ ইরান শিয়া গোষ্ঠীগুলোর ঘনিষ্ঠ এবং তাদের বিরোধী পক্ষ সুন্নিদের ঘনিষ্ঠ সৌদি আরব। তবে, একই সাথে তিনি আরো বলেছেন যে, যে দ্বন্দ্বটা চলছে তা আসলে ধর্মীয় মতভেদের কারণে নয় বরং ক্ষমতার লড়াইটাই এখানে মুখ্য।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হামাস সুন্নি সম্প্রদায় কেন্দ্রিক হলেও ইরান তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলের প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে। এমনকি গোষ্ঠীগুলোও তাদের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী আলাদা পক্ষ নিয়ে থাকে। যেমন, সিরিয়া যুদ্ধে হামাস ও হেজবুল্লাহ আলাদা পক্ষ নিলেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তারা আবার ঐক্যবদ্ধ।

ওই অঞ্চলে ইরানের 'এক ঘরে' হয়ে যাওয়ার পেছনে বা বাশার আলআসাদের সিরিয়া ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্র বন্ধু না থাকার পেছনে কারণ হিসেবে দুটি বিষয় রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, ছড়িয়ে দেয়ার মডেল হিসেবে ইসলামি বিপ্লব পরিচিতি পাওয়ায় উপসাগরীয় তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো একে হুমকি হিসেবে দেখে।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবেই ইরান নিজেকে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে দেখে বিশেষ করে তার ভূখণ্ড, সম্পদ, জনসংখ্যা এবং পারস্য সাম্রাজ্যের ঐহিত্যের কারণে

আরব বিশ্বে নিজেকে নেতৃস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে সম্প্রতি সময়ে সৌদি আরব বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কয়েক দশক আগে আরব বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মিশর। কারণ মিশর প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুগুণে ওই অঞ্চলে এগিয়ে ছিল।

কিন্তু ক্ষমতা উপসাগরীয় দেশ এবং আরব উপদ্বীপের দেশগুলোর কাছে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে সম্পদের প্রাচুর্য তৈরি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা রাজনৈতিক চিত্রপটে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত কিংবা কাতারের মতো ছোট দেশগুলো শুরুর দিকে প্রথম সারিতে উঠে এলেও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দেশ হিসেবে সৌদি আরবের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বিশ্লেষক আমিরাহফার্নান্দেজ বলেন, দেশটির উত্থানের পেছনে সমৃদ্ধ হাইড্রোকার্বন অর্থনীতি এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে ইরানের উপর চাপ সৃষ্টির অংশ হিসেবে যে সহায়তা দেয়া হয়েছে, সেটিও কাজ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সৌদি আরবই নেতৃস্থানে রয়েছে এবং তারা আরব লীগের মতো ২২ দেশের আঞ্চলিক সংস্থারও একচ্ছত্র নেতা।

সাধারণভাবে, যদিও সব দেশেরই নিজস্ব আলাদা লক্ষ্য রয়েছে, তারপরও মিশর ও জর্ডানের মতো দেশও সৌদির প্রতিষ্ঠিত নীতি মেনে চলে, বলেন লিনা খাতিব।

গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সৌদি আরব এবং ইরান প্রকাশ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রেখে আসছে যাকে অনেক বিশেষজ্ঞ নব্য মধ্যপ্রাচ্য স্নায়ু যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। আর গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে 'ছায়া যুদ্ধের' মাধ্যমে এই সংঘাত আরো বেড়েছে।

ইয়েমেনে ২০১৫ সাল থেকে হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারি বাহিনীকে সহায়তা দিয়ে আসছে সৌদি আরব।

ইরানের বিরোধী পক্ষ অভিযোগ করে আসছে যে, হুথিদের সহায়তা দিয়ে আসছে তেহরান। তবে ইরান এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে যে তারা এই গোষ্ঠীকে কোনো ধরনের অস্ত্র দেয়নি। সৌদির কয়েকটি শহর ও অবকাঠামো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে এই গোষ্ঠীটি। ইরানের বিরুদ্ধে লেবানন এবং ইরাকে হস্তক্ষেপের অভিযোগও এনেছে সৌদি আরব। এই দুটি দেশে শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার করেছে। একই সাথে এই গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সৌদি আরবের কিছু স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে।